ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 August 2021 ■ আগরতলা ৮ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ২২ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমবাসায় আক্রান্ত তৃণমূল, পাল্টা হুজ্জুতি, আজ আসছেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। ত্রিপুরায় তৃণমূলের উপর হামলার ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আমবাসা। তৃণমূলের অভিযোগ, পুলিশের সামনেই দুষ্কৃতকারীরা গাড়ি ভাংচুর করেছে। তাতে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূলের দুই যুবনেতা সুদীপ রাহা ও জয়া দত্ত আহত হয়েছেন। ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার বেতবাগান এলাকায় সংঘটিত এই ঘটনায় পরিস্থিতি থমথমে। তৃণমূলের কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করেছেন। ইতিমধ্যে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক টুইট বার্তায় ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। অন্যদিকে প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যের দাবি, হামলার রাজনীতিতে তৃণমূল বিশ্বাসী। পশ্চিমবঙ্গে তার প্রতিফলন ভালোই দেখা যাচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, ঢাল-তলোয়ার বিহীন তৃণমূল মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে অস্তিত্বের জানান দিতে চাইছে। বিজেপি হামলার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।

তৃণমূলের যুবনেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য এক ফেসবুক বার্তায় বলেন, আগরতলা থেকে আমবাসা যাওয়ার পথে বেতবাগান এলাকায় বিজেপির দুষ্কৃতকারীরা আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। তাতে গাড়ির কাচ ভেঙে ইটের আঘাতে সুদীপ রাহা গুরুতর আহত হয়েছেন। ভাঙা কাচের টুকরোয় আঘাত পেয়েছেন জয়া দত্তও। অথচ, পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তাই, পুলিশের উপস্থিতিতেই দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালিয়েছে।

এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় প্রচুর পুলিশ, টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে। তৃণমূলের জয়া দত্ত, দেবাংশু ভট্টাচার্যরা ওই ঘটনায় পুলিশের ক্রমাগত সমালোচনা করে যাচ্ছেন। এমন-কি, পুলিশকে তাঁরা শাসিয়েছেনও। তবে, পুলিশ ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। আহত সুদীপ রাহাকে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। কিন্তু তিনি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসর জন্য যেতে চাইছেন না। আজকের ঘটনাকে ঘিরে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কারণ, তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা নেতাদের সাথে মিলে আমবাসার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

এদিনের ঘটনাকে ঘিরে এক টুইট বার্তায় সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, ত্রিপুরায় বিজেপির দুষ্কৃতকারীরা নিজেদের আসল চরিত্র দেখিয়েছেন। তৃণমূল কর্মীদের উপর বর্বরতম হামলা ত্রিপুরায় গুণ্ডারাজ কায়েম হয়েছে তার প্রমাণ দিয়েছে। তিনি আরও লিখেছেন, আপনাদের এ-ধরনের হুমকি ও হামলা অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। যা ইচ্ছা তা-ই করুন। তৃণমূল এক ইঞ্চিও নড়বে না।

এদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, তৃণমূলের কোনও অস্তিত্বই নেই ত্রিপুরায়। তাই, জোট-ঝামেলা পাকিয়ে তাঁরা অস্তিত্বের জানান দিতে চাইছে। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল হামলার রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং তাঁদের শিক্ষাগুরু সিপিএম থেকে তা ভালোই শিখেছে। পশ্চিমবঙ্গে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তাঁর দাবি, হামলার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না বিজেপি। বরং, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কয়েকজন পরিযায়ী নেতা এসে ত্রিপুরায় উশৃঙ্খলতার চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরার মানুষ এ-সব ভালো বুঝেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তার সমুচিত জবাব দেবেন।

এদিকে, আমবাসায় তৃণমূলের কর্মীরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অলিম্পিকে জ্যাভলিনে সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন নীরজ চোপড়া

টোকিও, ৭ আগস্ট (হি.স.)।। টোকিও অলিম্পিকে সোনার খরা কাটিয়ে দিলেন নীরজ চোপড়া। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডের পারকফর্ম্যান্স দিয়ে দেশবাসীর প্রত্যাশা কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। শেষমেশ ফাইনালেও বাজিমাত করেন ভারতের তারকা জ্যাভেলেন থ্রোয়ার। শনিবার ফাইনালে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৮৭.৫৮ মিটার ছুড়ে পদক জিতলেন তিনি। সেই সঙ্গে জ্যাভেলিন থ্রো থেকে এল অ্যাথলেটিক্সের প্রথম পদক। এর আগে অ্যাথলেটিক্সে ভারত সোনা তো দূর, কোনও পদকই জেতেনি। সেই আক্ষেপ মিটিয়ে দিলেন নীরজ।

এই প্রথমবার তিনি অলিম্পিকের আসরে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে জ্যাভলিনকোয়ালিফিকেশনে অবিশ্বাস্য ভাবে প্রথম থ্রোয়েই ফাইনালে উঠে গিয়েছিলেন নীরজ চোপড়া। এক নম্বরে থেকে ৮৬.৫৯ মিটার দূরত্ব পার করেছিলেন নীরজ। আর এদিন প্রথম থ্রোয়েই ৮৭.০৯ মিটার দূরত্ব পার করেন ভারতীয় এই অ্যাথলিট। দ্বিতীয় থ্রোয়ে মারেন ৮৭.৫৮ মিটার। তৃতীয় থ্রোয়ে মারেন ৭৬.৭৯। কিন্তু দ্বিতীয় থ্রোতেই একবারে এক নম্বর আসনে পৌঁছে যান নীরজ। এরপর চতুর্থ এবং পঞ্চমবার ফাউল থ্রো করেন তিনি। ষষ্ঠ থ্রোয়ে মারেন ৮৪.২৪ মিটার। এক নম্বর স্থান ধরে রেখে টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা জিতে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন ভারতের নীরজ চোপড়া।

নীরজের হাত ধরেই অলিম্পিকের ইতিহাসে অ্যাথলেটিক্সে প্রথম সোনা তথা প্রথম পদক জিতল ভারত। শুধু তাই নয়, অভিনব বিন্দ্রার পর দ্বিতীয় ভারতীয় অ্যাথলিট হিসেবে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতলেন নীরজ। এর আগে ১৩ বছর আগে বেজিং অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন অভিনব।

১৯৯৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর হরিয়ানার পানিপথের খান্দ্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন নীরজ চোপড়া। যিনি কৃষক পরিবারের ছেলে শরীরের মেদ ঝরাতে এসে আচমকাই জ্যাভলিনের প্রেমে পড়েছিলেন নীরজ।ধীরে ধীরে জ্যাভলিন নীরজের জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে ওঠে। অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়। ২০১৪-য় দক্ষিণ এশীয় গেমসে ৮২.২৩ মিটার ছুড়ে জাতীয় রেকর্ড স্পর্শ করেন। তখন সেই রেকর্ডকে কেউ পাত্তা দেননি। তবে নীরজ নজর কেড়ে নেন সে বছরই পোলান্ডের বিডগজে অনুষ্ঠিত হওয়া আইএএএফ বিশ্ব অনূর্ধ-২০ প্রতিযোগিতায়। ৮৬.৪৮ মিটার ছুড়ে জিতে নেন সোনা। তৈরি করেন বিশ্ব জুনিয়র রেকর্ড। এর আগে এই প্রতিযোগিতায় কোনও ভারতীয় পদক জেতেননি।

এর পরের বছর এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৫.২৩ মিটার ছুড়ে সোনা জেতেন নীরজ। ২০১৮ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে তৃণমূলের বিক্ষোভ বাধাপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। তৃণমূলের বিক্ষোভ আন্দোলনে আজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। ধর্মনগরে অনুষ্ঠান শেষে হেলিপ্যাডে ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরে অন্য রাস্তা দিয়ে তাঁকে হেলিপ্যাডে নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিকের অভিযোগ, বিজেপি সমর্থিত দুষ্কৃতকারীরা তৃণমূল ভবনে ভাঙচুর করেছে। তাই, আমরা বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছি। তৃণমূলের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করেছে।

আজ শনিবার ধর্মনগর সাব-জেলের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বটরশিস্থিত হেলিপ্যাড থেকে নেমে মুখ্যমন্ত্রী সোজা অনুষ্ঠানস্থলে চলে যান। অভিযোগ, তিনি যাওয়ার পর ওই এলাকায় অবস্থিত তৃণমূল ভবনে দুষ্কৃতকারীরা হামলা করেছে। হামলার নিন্দা জানিয়ে তৃণমূল কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

এদিকে, অনুষ্ঠান শেষে হেলিপ্যাডে ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল কর্মীরা বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে ক্রমশ রাস্তা অবরোধে শামিল হন। ফলে, রাস্তায় আটকে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও অবরোধ ওঠে না যাওয়ায় অন্য রাস্তা দিয়ে নেওয়া হয়েছে কনভয়। জানা গেছে, কৃষ্ণপুর এলাকা দিয়ে ঘুরে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় হেলিপ্যাডে গিয়েছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ষা জাকিয়ে বসার আগেই হাওড়ার পাড় ভাঙছে, আতঙ্কে বহু পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আড়ালিয়ায় হাওড়া নদীর পাড়ে ব্যাপক ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই নদীর ভাঙ্গনে তিনটি দোকান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দোকান গুলি কে রক্ষা করতে হলে নদীর পাড়ে বোল্ডার ফেলতে হবে। আড়ালিয়া এলাকায় হাওড়া নদীর পাড়ে ভাঙ্গন ধরেছে। বেশ আনেক দিন যাবত এই পাড় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে।

প্রায় ৩ থেকে ৪ টি দোকানের অধিকাংশই ভেঙ্গে পড়েছে। আতঙ্ক রয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা এবং এলাকার মানুষজন। ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। সরকার ও প্রশাসন অবিলম্বে নদীর ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে দোকানগুলি সম্পূর্ণভাবে হাওড়া নদীতে বিলীন হয়ে যাবে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

স্থানীয় লোকজন জানান গত বেশ কিছুদিন ধরেই হাওড়া নদী ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বহু এলাকা। হাওড়া নদীর পাড়ে বাধ দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাতে ক্ষোভে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে রাজধানী আগরতলায় একটি শপিং মলে ক্রেতাদের ভীড়। খবর পেয়ে ছুটে গেল পুলিশ। ছবি নিজস্ব।

রাজধানী আগরতলায় শপিংমলে মানা হচ্ছে না করোনা বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন শপিংমলে দেওয়া হলেও শপিং মল গুলিতে সামাজিক দূরত্ব সঠিকভাবে বজায় রাখা হচ্ছে না। তাতে পরিস্থিতি যেকোনো সময় ফের ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শপিং মল গুলিতে গত দু”দিন ধরে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অভিযান শুরু করেছেন।

সদর মহাকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবারের ন্যায় শনিবারও রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন শপিংমল গুলিতে অভিযান চালানো হয়। সামাজিক দূরত্ব কতটা মেনে শপিং মল গুলির ব্যবসা বাণিজ্য চলছে তা খতিয়ে দেখার জন্যই এ ধরনের অভিযান বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।এছাড়াও মাস্ক যারা সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি তাদেরকে জরিমানা করা হয়।সকলে যাতে করোনা বিধি নিষেধ গুলো সঠিক ভাবে পালন করে সেজন্য জনসাধারণের মধ্যে জনসচেতনতার উদ্দেশ্যেই এদিনের অভিযান বলে জানান ডিসিএম রাকেশ চক্রবর্তী।এ ছাড়াও অভিযানে অংশ নেন সদর ডিসিএম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেশনের চাল পাচারকালে আটক ডিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। চুরি করে রেশনের চাল বিক্রি করার সময় হাতেনাতে আটক হলো রেশন ডিলার। ঘটনা শনিবার সদর মহকুমার ডুকলী আর ডি ব্লকের কাঞ্চনমালা বাজারে।

ভোক্তাদের বঞ্চিত করে রেশম সবথেকে চাল চুরি করে বিক্রি করার সময় জনতার হাতে ধরা পড়ল রেশন ডিলার। ঘটনা কাঞ্চনমালা বাজারে। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, কাঞ্চনমালার তিন নং রেশন দোকানের ডিলার রেশনের চাল পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তখনই স্থানীয়রা রেশনের চাল আটক করেন।ঘটনা শুক্রবার সদর মহকুমার ডুকলী আর ডি ব্লকের কাঞ্চনমালা বাজারের তিন নং রেশন দোকানে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় , কাঞ্চনমালা বাজারের তিন নং রেশন দোকানের ডিলার সুব্রত দেবনাথ অবৈধভাবে রেশনের চাল চুরি করে বিক্রি করার চেষ্টা করলে স্থানীয় জনগণ বিষয়টি টের পেয়ে যান। তখনই তাকে হাতেনাতে আটক করা হয়। ঘটনাটি জানাজানি হতেই স্থানীয় এলাকাবাসী ভীড় জমাতে থাকেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাশ করানোর দাবীতে ফের আমবাসায় অবরোধ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। আবারো ধলাই জেলার আমবাসায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অনুত্তীর্ণরা। দাবি মানা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে প্রস্তুত বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে। শনিবার ধলাই জেলার আমাবাসায় জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে অবরোধ স্থলের দু'পাশে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে।

তাকে দুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাস করিয়ে দেওয়ার দাবিতে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে। গত সোমবার ছাত্র-ছাত্রীরা একই দাবি নিয়ে পথ অবরোধ করেছিল। এখনো পর্যন্ত দাবি পূরণ না হওয়ায় পুনরায় শনিবার আমবাসায় ৮নং জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে ছাত্রছাত্রীরা।

শনিবার ধলাই জেলার কুলাই কলোনি, ডলুবাড়ি গেইট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, সহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমবাসা থানার পুলিশ।অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে পুলিশ। পুলিশের কোন কথাই শুনতে রাজি হয়নি অবরোধকারীরা। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি সবাইকে পাশ করিয়ে দিতে হবে।নয়তো তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে।অবরোধকারীর ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় সড়কে টায়ার পুড়িয়েও বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

বিগত সরকারের সঠিক পরিকল্পনার অভাবে নির্মাণ কাজ বিলম্বিত হচ্ছে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। রাজ্যের সংশোধনাগারের আবাসিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও তাদের দক্ষতা বাড়াতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে সরকার। সংশোধনাগারের আবাসিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে কোভিড টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে সার্কিট হাউসের নবনির্মিত ভবন ও ধর্মনগরে উপসংশোধনাগারের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে রাজ্যে সংশোধনাগারের একজন আবাসিকেরও করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। সংশোধনাগারের আবাসিকদের জন্য পে রোল বর্তমানে সঠিকভাবে বাস্তবায়নে আনার পাশাপাশি সংশোধনাগারের কর্মীদের জন্য সরকার সঠিক বদলি নীতি এনেছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার যে স্বপ প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন তাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। মানুষের কাছে দায়বদ্ধতা স্বরূপ সর্বত্র পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এথেকেই প্রমাণিত হয় এই রাজ্যের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী কতটা আন্তরিক।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত দিনের মতো কেন্দ্রীয় ব'নার অজহাত দেখানোর বদলে বর্তমান সরকার কোনও ধরনের রাজনৈতিক রঙ বিচার না করে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে। সবার জন্য পরিশ্রত পানীয় জল, বিদ্যুৎ, পাকা বাড়ি, শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে অনলাইনে মামলার শুনানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতে সংশোধনাগারে থেকেই সংশোধনাগারের আবাসিকরা মামলার শুনানিতে অনলাইনে অংশ নিতে পারছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার জবাবদিহির সরকার। উত্তর ত্রিপুরা জেলার মানুষের জন্য সরকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৮৯ ▫ ৮ আগস্ট ২০২১ ইং ▫ ২২ শ্রাবণ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শিক্ষাক্ষেত্রে বড় আঘাত

স্কুল-কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কবে খুলিবে তাহা এখনো নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতেসে না। অনিশ্চয়তার দোলাচলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নিমজ্জিত হইতেছে। বাড়ির চার দেওয়ালে বসিয়া কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীরা যথার্থ শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা ও অনলাইন পরীক্ষা ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতেকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিবার পথ প্রশস্ত করিতেছে। অনলাইন পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু সবকিছু জানিয়া সবকিছু বুঝিয়া অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া এই করোনা মুহূর্তে বিকল্প পথ খোলা নাই। কেননা মানুষের কাছে সবচাইতে বড় হইল জীবনের মূল্য। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়া মূল্যায়ন প্রয়োজন। বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যেঅনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মহামারিতে বিপর্যস্ত পৃথিবীতে ছকে বাঁধা জীবন-স্পন্দন তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে সভ্যতাকে। এ একপ্রকার বাধ্যবাধকতাই। যেমন শিক্ষাক্ষেত্র। লকডাউনের ফলশ্রুতিতে পরীক্ষা পুরোটা হয়নি। যাইহোক এক ফর্মুলায় রেজাল্ট অবশ্য বাহির হইবে। পড়াশোনা পুরোটাই অনলাইনে। আর কলেজস্তরে প্রাইভেট টিউশন তো এখন আমাদের কালচারে ঢুকিয়া গিয়াছে।

তাছাড়া টিউশনের মাস্টারমশাই ফোন এবং হোয়াটসঅ্যাপের সামনেই বসিয়াছিলেন। ইন্টারনেট তো আছেই। সুতরাং পরীক্ষা ভালো হওয়ারই ছিল। হইয়াছেও।তাহাদের অসুবিধা একটা আছে। সহপাঠীদের কাউকে তাহারা চিনিয়া নিতে পারে না। কারণ ক্লাস হয়নি, সহপাঠীদের সঙ্গে দেখাও হয়নি কখনও। তাহাদের এই সুবিধা রহিয়াছে অনলাইনে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে উত্তর পোস্ট ইত্যাদি।অনলাইন পরীক্ষা আগেও কিছু ছিল। কিন্তু সার্বিকভাবে হাজির হইয়াছে এই করোনা পরিস্থিতিতে। মাস্ক, স্যানিটাইজারের মতো এটাও এক নতুন কালচার। যে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হাজার হাজার এবং ভৌগোলিকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরীক্ষার্থীরা ছড়াইয়া থাকিলেও অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ভুক্ত। ইন্টারনেটের বিস্তৃতি এখনও উপযুক্ত নয় এই গ্রহের কোনায় কোনায়। তাই সিবিএসই কিংবা টি বি এস ই অথবা বিভিন্ন রাজ্যের বোর্ড পরীক্ষা আপাতত পিছাইয়া যায়, অপেক্ষা চলে পরীক্ষা নেওয়ার উপযুক্ত মুহূর্তের। ভার্চুয়াল নয়, সশরীরে।

বিশ্বজুড়িয়া অনলাইন পরীক্ষা চলিতেছে উঁচু ক্লাসে। অর্থাৎ কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্রসংখ্যা কম। কিন্তু সত্যি বলিতে কী, এইসব পরীক্ষায় সততা নিয়ে সন্দেহ প্রবল। যথেচ্ছ চিটিং অর্থাৎ টোকাটুকির অভিযোগ উঠিয়াছে নানাভাবে। সন্দেহটা যে সর্বক্ষেত্রে অমূলক, সেটাও নয়। বাস্তবে এই অনলাইন পরীক্ষা যেন টেক-হোম পরীক্ষা। ছাত্রদের প্রশ্নপত্র দিয়া দেওয়া হইল। তাহারা বাড়ি নিয়া গিয়া বইপত্র এবং ক্লাসনোট ঘাটিয়া উত্তর দিবে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো-সখনো এই ধরনের টেক-হোম পরীক্ষা হইয়া আসিতেছে বহু বছর ধরিয়া। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে হইবে ভিন্ন প্রকৃতির, যার উত্তর সহজে বই, ক্লাসনোট কিংবা ইন্টারনেটে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ছাত্রকে প্রয়োগ করিতে হয় তাহার বিশ্লেষণ ক্ষমতা।

কোভিড পর্যায়ে অনলাইন পরীক্ষাগুলির প্রশ্নপত্র যদি এমন করা যাইত, তবে সমস্যা কমিয়া যাইতো অনেক। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাহা যে হইতেছে না, সেটা পরিষ্কার। এমনিতেও এটা খুব সহজ নয়। না এভাবে পড়ানো হয় বেশিরভাগ জায়গায়, না বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নকর্তারা এভাবে প্রশ্ন করগতে অভ্যস্ত, না ছাত্ররা অভ্যস্ত এইভাবে পরীক্ষা দিতে।পরিবর্তে তাই নানা স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হইয়াছে জায়গায় জায়গায়। যেমন প্রশ্নের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া, যাহাতে লিখিতে হয় অনেক অথবা আলোচনা করা, বইপত্র বা ইন্টারনেটে খোঁজার অবকাশ না মিলে। কিছু প্রতিষ্ঠান আবার অনলাইন পরীক্ষাতেও দূর থেকে পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। যেমন কোনও ছাত্র যখন পরীক্ষা দেবে, মোবাইল বা ল্যাপটপের ক্যামেরা যেন তাহার দিকে ফোকাস করা থাকে। নানাবিধ অ্যান্টি-চিটিং সফটওয়্যারেরও সাহায্য নেওয়া। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা বাাা পরীক্ষা দেওয়া রীতিমতো চ্যালেঞ্জ এর বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তবু বাঁচিয়া থাকিবে শিক্ষা ব্যবস্থা। বাঁচিয়া থাকিবে পরীক্ষা ব্যবস্থা।

দুই মন্ত্রী অশোক সিংঘল ও পরিমল শুক্লবৈদ্যের অনুরোধে মিজোরামের বিরুদ্ধে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার

লায়লাপুর (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : দুই মন্ত্রী অশোক সিংঘল এবং পরিমল শুক্লবৈদ্যের অনুরোধে কাছাড় জেলার মিজোরাম সীমান্ত লায়লাপুরে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। মিজোরামের উদ্দেশ্যে লায়লাপুরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকগুলি আজ রাত নয়টা নাগাদ যাত্রা শুরু করেছে।দুই মন্ত্রীর প্রচেষ্টায় অবশেষে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরোপিত অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে আজ। আজ শনিবার সন্ধ্যায় লায়লাপুর পুলিশ পেট্রোল পোস্টে ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন দুই মন্ত্রী। কাছাড় জেলার অভিভাবক মন্ত্রী অশোক সিংঘল এবং বন ও পরিবেশ, আবগারি এবং মৎস্য দফতরের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য আজ লায়লাপুর সীমান্তে এসে স্থানীয় জনগণ ও ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি, পুলিশ সুপার রমণদীপ কৌর সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

করিমগঞ্জের ঢালরপার গ্রামে স্কুল ছাত্রের রহস্যজনক আত্মহত্যা, চাঞ্চল্য

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তঘেঁষা ঢালরপার গ্রামের এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্রের রহস্যজনক আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে ধলছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পাথারকান্দি থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ধলছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢালরপার গ্রামের আব্দুল শুক্কুরের ছেলে আনোয়ার হোসেন (২৩) শুক্রবার সন্ধ্যয় ঘর থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকজন সম্ভাব্য স্থানে অনেক খোঁজাখুজি করেও তার কোনও সন্ধান পাননি। আব্দুল শুক্কুরের একটি বসতবাড়ির নির্মাণ কাজ চলছে। আজ শনিবার সকালে ওই বসতগৃহের মধ্যে পরিবারের কোনও এক সদস্য দেখতে পান গলায় দড়ি দিয়ে আনোয়ারের দেহ ঝুলছে। খবর দেওয়া হয় বারইগ্রাম পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। কী কারণে আনোয়ার আত্মহত্যা করেছে তা জানা যায়নি। তবে পুলিশি তদন্তে আত্মহত্যার আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে ধারণা স্থানীয়দের।আত্মঘাতী আনোয়ার হোসেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদের সম্পর্কিত ভাই বলে জানা গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / জন্মজিৎ / সমীপ

মাঝপথে মুখ্যমন্ত্রিত্ব যাওয়ায় পূর্ণমন্ত্রীর সুবিধা পাবেন ইয়েদুরাপ্পা

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : কর্নাটকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সুযোগ সুবিধা পাবেন সদ্য মুখ্যমন্ত্রীর গদি হারানো বি এস ইয়েদুরাপ্পা। দলের নির্দেশে সদ্যই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। শপথ নেওয়ার দু''বছরের মাথায় মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন তিনি। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বাসবরাজ বম্মাই। শনিবার প্রকাশিত সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে, বম্মাই যতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন ততদিন একজন পূর্ণমন্ত্রীর যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পেতে থাকবেন ইয়েদুরাপ্পা।

কর্নাটকে বিজেপি ক্ষমতায় আসে তাঁর নেতৃত্বে। ২০১৯ সালে নাটকীয় ভাবে তিনি চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হন। জনতা দল সেকুলার-কংগ্রেস জোট সরকার উল্টে যায় ১৭ বিধায়ক বিদ্রোহ করে ইস্তফা দেওয়াঞ্জি

নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই..

শান্তনু রায়

আজ বাইশে শ্রাবণ ; আজ থেকে আশি বছর আগে এক মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণের দ্বিপ্রহরে অশীতিপর তিনি অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং জগত সংসারকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েতখন পর্যন্ত পেনিসিলিন আবিষ্কৃত না হওয়ায় মূত্রনালী অপারেশন পরবর্তী সংক্রমন জনিত সপ্তাহখানেকের অসহ্য যন্ত্রণার পরিসমাপ্তিতে। ঠাকুরবাড়ির ঘড়িতে তখন ১২টা বেজে ১০।

তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠতম সন্তান অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ যিনি বিশ্বেরকাছে বাঙ্গালির সগর্ব আত্মপরিচয়ের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, আবার বিশ্বমানবতার সুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন -বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো-এই দ্যোতনায়।

অতিমারীর আবহের মাঝে এল আবার এই বাইশে শ্রাবণ , আপামর বাঙ্গালির গভীর বিয়োগ ব্যাথা স্মরণের একটি দিন- বিশ্বব্যাপী দিকে দিকে অগনিত মৃত্যু পেরিয়ে তৃতীয় তরঙ্গের সম্ভাব্য আঘাতের শঙ্কা আর সন্ত্রস্ততার মাঝে যত দ্রুত সম্ভব প্রতিষেধকের দু'টি ডোজ কোনক্রমে নিয়ে আপাতত নিশ্চিন্ত হবার আপ্রাণ চেষ্টা। সারা বিশ্বে প্রায় একই চিত্র। এই মারণ ব্যাধি হিংসা-বিদীর্ন বিশ্বকে যেন সাময়িকভাবে হলেও কিঞ্চিৎ একতাবদ্ধ করতে পেরেছিল - ভালবাসায় না হোক মৃত্যুভয়ে। এদেশ,অধিকাংশ রাজ্য, কোলকাতার মত আগরতলাও নয় মুক্ত এ মারণব্যাধির করাল থাবা থেকে।

এখন প্রয়াণবার্ষিকী অনুষ্ঠান আয়োজনের আবহ নয়। তাই তো তাঁর জন্মদিনেও ছিল শুনশান-প্রায়, জনহীন শান্তিনিকেতন, জোড়াসাঁকো কিংবা রবীন্দ্রসদন সর্বত্রই নিয়ম রক্ষা পালন। এবছরেও বাইশে শ্রাবণেও কবির স্মরনানুষ্ঠান হবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে,কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছাঅবরুদ্ধ যাপনের মধ্যে।

কিন্তু অন্তরে তিনি যে আছেন-এই রুদ্ধ সঙ্গহীন যাপনেও তিনিই তো অবলম্বন,শক্তিদাতা।সেই প্রাণের ঠাকুর সর্বজনের সেই 'হৃদয় দেবতার উদ্দেশ্যে স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন আর স্মৃতিতর্পনে আবার নতুন করে রবিকিরণে ঋদ্ধ হওয়ার এও এক সুযোগ, চিরনবীন তিনি তো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। এই বেসামাল বিশ্বে এবার কবির এ মৃত্যুবার্ষিকী এল যেন গভীর দুখে দুখী হয়েও বিপন্নতা থেকে উত্তরনের প্রতীতিতে অবিচলিত থাকার প্রেরণা নিয়ে কারণ তিনি মৃত্যুকে পরমপ্রিয়ের মত আহ্বান করেন-'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'।

প্রসঙ্গত ত্রিপুরার রাজবংশ ও সংস্কৃতির সাথে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের এক ঘনিষ্ঠ হার্দিক সম্পর্ক ছিল।বাস্তবিক ঠাকুর পরিবারের সাথেই ত্রিপুরার রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকেই ; তিনি ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মানিক্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যের সময় ত্রিপুরার সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে।১৮৯৯ নাগাদ তিনি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আসেন।এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ আতিথেয়তায় মুগ্ধ রযীন্দ্রনাথ মোট সাতবার ত্রিপুরায় আসেন।তাঁকে ত্রিপুরার রাজদরবারের সভাকবি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়,যদিও তিনি রাজী হননি।রবীন্দ্রসাহিত্যেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে ত্রিপুরার। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে তাঁর স্বপ্নলব্ধ একটি গল্পের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমানিক্যের ইতিহাস মিশিয়ে 'রাজর্ষি' গল্প লিখতে আরম্ভ করেন যা 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।বিসর্জন নাটকের গল্পাংশ রাজর্ষি উপন্যাস থেকে নেওয়া।নাটকের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে মহারাজ গোবিন্দমানিক্য, মহারাণী গুনমতী ওযুবরাজ নক্ষত্র রায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি।প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের উল্লেখ থেকে জানা যায় ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য কবির কাছে সে প্রাচীন ইতিহাস পাঠিয়েছিলেন।

সেই মহাপ্রাণের জীবনও ছিল না নিস্তরঙ্গ, অন্তরের গভীরে বিরাজ করত এক বাউলসত্তা।মৃত্যুশোক তো তাঁর জীবনেও এসেছে বারবার--করছে বেদনাবিধুর। তেরো বছর বয়সে মাতৃবিয়োগে যার শুরু। মহামারীর সাথে পরিচয় হয়েছিল আগেই কিশোর রবীন্দ্রনাথের।

মৃত্যুশোক নিয়ে নিজের অনুভূতি প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছেন-'জগতকে সম্পূর্ন করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার যে-দূরত্ব প্রয়োজন ,মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের দাবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম,তাহা বড়ো মনোহর'।

কিন্তু বারংবার মৃত্যুশোক তাঁকে দগ্ধ করলেও কদাচ সৃষ্টিশীলতায় ছেদ পড়েনি। একইসঙ্গে শিলাইদহের জমিদারি সামলে শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার কাজ করেছন নিরলসভাবে। এও ঘটনা যে মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগেও সৃষ্টি করে গেছেন অমর সাহিত্যকর্ম।সে কালজয়ী সৃষ্টির জন্য বিশ্ববাসীর কাছে অমর হয়ে আছেন তিনি। দেশকালের গন্ডী অতিক্রম করে তার সৃজনের আবেদন সার্বজনীন।তাঁর কবিতা যুদ্ধক্ষেত্রের আহত ইংরেজ কবি-সৈনিকেরও মানসিক শুশ্রূষা যোগায়।

১২৯৮ এর পৌষে 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- জল যেমন মৎস্যে ,স্থল যেমন জীবজন্তুতে ,বায়ু তেমনি অসংখ্য জীবানু-বীজে পরিপূর্ন একথা আজকালকার দিনে নূতন নহে। ...যাহা হউক,বায়ুবিহারী জীববিজানুগণ ব্যাধিশস্য উৎপাদনের জন্য সর্বদা উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আহার,পানীয় ও বাসস্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের নিজের ও প্রতিবেশীদের হিতের পক্ষে কত অত্যাবশ্যক তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

তিনি নিজে অবশ্য স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান ছিলেন; নিয়মিত নিমপাতার রস খেতেন। ঠাকুরবাড়িতেও নিয়মিত নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল।

কিন্তু অপঘাতে মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ ভয় করতেন।আর শল্যচিকিৎসা অর্থাৎ অস্ত্রাঘাত তো একধরনের অপঘাত। প্রসঙ্গত অপারেশনের আগের দিন ২৯শে জুলাই বিকেলে রচিত কবিতায় উচ্চারিত হয়েছেঃ দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে / এসেছে আমার দ্বারে ;/ ... ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি-/ মৃত্যুর নিপুন শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে। তিনি চেয়েছিলেন কবিরাজী চিকিৎসা করানোর, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ চিকিৎসা আরম্ভও করেছিলেন। কবির স্বাস্থ্য বিবেচনা করে ডাঃ নীলরতন সরকার অপারেশনের বিপক্ষে ছিলেন।যদিও ডাঃ বিধান রায় প্রমুখের পরামর্শে দ্বিধাগ্রস্ত রথীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত অপারেশন করার পক্ষেই সম্মতি দেন।

অপারেশন করানোর জন্যই প্রিয় শান্তিনিকেতন থেকে কবিকে জোড়াসাঁকো চলে আসতে হয়েছিল নয়ই শ্রাবণ অর্থাৎ পঁচিশে জুলাই। চোখে কালো চশমা , হয়ত আশ্রম থেকে বিদায়ের ক্ষনে চোখের জল আড়াল করতে, কবিকে আশ্রমের বাসে তুলে উঁচু এক আসনে বসিয়ে আনা হয়েছিল বোলপুর স্টেশনে- সেখান থেকে রেলের বিশেষ সেলুনে হাওড়া স্টেশন।

তিরিশ তারিখে অপারেশন হল পুবদিকের বারান্দায় প্রস্তুত অস্থায়ী

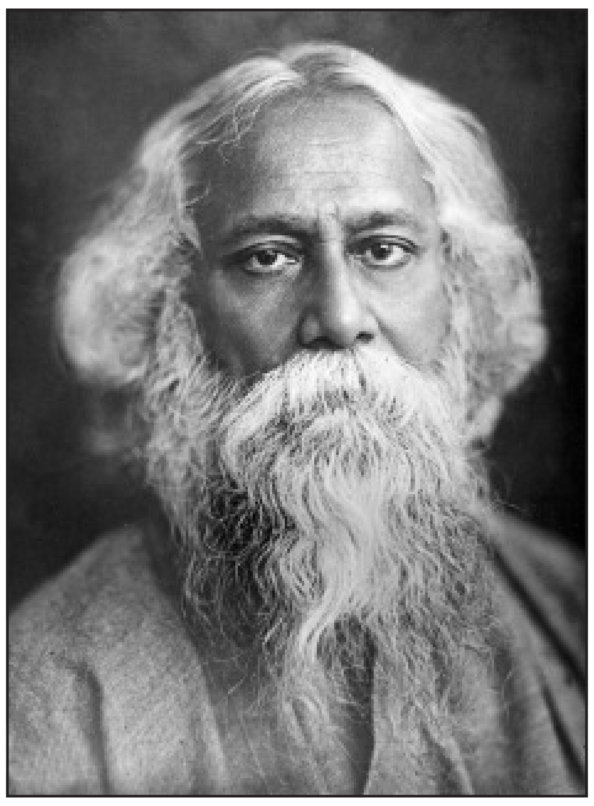

অপারেশন থিয়েটারে, করছিলেন সে যুগের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। মেডিকেল বোর্ডে ছিলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ অমিয় সেন, ডাঃ সত্যসখা মৈত্র, ডাঃ নীলরতন সরকারের পুত্র জ্যোতি সরকার এবং ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। অপারেশন নিয়ে কবি খুবই উদ্বিগ্ন থাকায় অপারেশনের স্থিরীকৃত দিনটি কবিকে আগে জানানো হয়নি।অপারেশনের দিন সকালেও অনিল-জায়া রাণীচন্দের অনুলিখনে নির্মান হল একটি কবিতা,যার পংক্তি কয়েক —'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/ সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার' তাঁর অন্তিম সৃজন।(শেষ লেখা নং১৫)

যাহোক অপারেশোনের পর বেলা বারোটা নাগাদ কবিকে নিজের ঘরে এনে খাটে শোয়ানোর একটু পরে কবি বিরক্তভাবে বলেছিলেন-'জ্যোতি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। আমার খুব লেগেছে,এত কষ্ট হচ্ছিল যে আমি জোর করে ঠেঁট টিপে চোখ বুজে পড়ে রইলুম'। এই বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু অশীতিপর কবি এরপর অপারেশন পরবর্তী সেপটিক ও ইউরেমিয়ায় প্রবলভাবে আক্রান্ত হলেন। অবস্থা গুরুতর খবর পেয়ে তিন তারিখ রাতে শান্তিনিকেতন থেকে পুত্রবধু প্রতিমা দেবী চলে এলেন জোড়াসাঁকো। বাবামশায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন —"আমি, এসেছি,আপনার মামনি"

আচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথ একবার চোখ খুললেন ,দেখে চিনতে পারলেন। পাঁচ তারিখে অবস্থা আরও খারপ, বিধান রায়ের সঙ্গে ডাঃ সরকার এসেছিলেন গিরিডি থেকে কবিকে দেখতে। কিন্তু অসাড় আচ্ছন্ন কবিকে দেখে তিনিও কোন আশা দিতে পারলেন না।

৬ই আগষ্ট অর্থাৎ ২১শে শ্রাবন ছিল রাখীপূর্নিমা। অবস্থা খুবই খারাপ, শেষ চেষ্টা হয়েছিল একবার কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে নিয়ে এসে দেখানোর, কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পূর্নিমায় প্লাবিত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেন কালরাত্রির নৈশব্দ —অজ্ঞান অচৈতন্য কবির কাছে যেন অমৃতধামে যাত্রার ডাক আসছে।

এল ২২শে শ্রাবনের ঊষা। বাহিরে রাতের আধার কেটে ক্রমে ভোরের আলো ফুটতে আরম্ভ হলেও ঠাকুরবাড়ির পরিবেশকে এক অদ্ভুত আধার যেন ক্রমশ গ্রাস করেনিচ্ছে।এ কোন সকাল,রাত্রির চেয়েও আঁধার যেন অধিক। চারদিকের পরিবেশ জানান দিচ্ছিল এক মহাজীবনের মহানিষ্ক্রমন আসন্ন।আত্মীয় স্বজনরা অনেকেই আগে থেকেই এসে পড়েছেন।

আগেরদিন রাত থেকেই আছেন সজনীকান্ত দাস। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভোর হবার পরপরই এসে অচৈতন্য কবির খাটের পাশে দাঁড়িয়ে উপাসনা করতে লাগলেন। বেলা নটা নাগাদ এলেন ডাঃবিধান রায় ও ডাক্তার ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পায়ের তলা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসছিল।অক্সিজেন দেওয়া হল শেষ চেষ্টা হিসেবে। কবিরাজ বিমলানন্দও এলেন কিন্তু তাঁর আর কিছু করার ছিলনা। বেলার দিকে এলেনপন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং মাটিতে বসেই মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। চীনা অধ্যাপক তান উন শান এসে পাশে বসে মালা জপতে লাগলেন। সন্ন্যাসিনী বেশে এলেন হেমন্তবালা দেবী; মাথায় কপালে তুলসীর মালা গঙ্গামাটি ছুঁইয়ে চলে গেলেন।

কবির কানের কাছে পড়া হচ্ছিল মন্ত্র শান্তম,শিবম অদ্বৈতম।বাইরে কে যেন গাইছেন —কে যায় অমৃতধামযাত্রী।

ডাঃ অমিয়সেন এসে নাড়ি দেখলেন , হাতের কব্জিতে নাড়ি পাওয়া গেলনা;অতিকষ্টে পাওয়া গেল কনুইয়ে।

এক সময়ে থেমে গেল হৃদস্পন্দন। কবির ডান হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে যেন একবার কপাল স্পর্শ করল। ঠাকুরবাড়ির ঘড়িতে তখন বেলা বারোটা বেজে দশ মিনিট। মেঘাচ্ছন্ন এমন দ্বিপ্রহরে এই মহানির্বানে সমস্ত ধরিত্রী যেন বাস্পরুদ্ধ। বাইরে সকাল থেকে অপেক্ষমাণ অধৈর্য জনতার ভীড়।কবি আজ তাদের, একবার একটু দর্শন, একটু স্পর্শ- পদযুগলে শেষপ্রণাম জানাতে আকুল শোকার্ত সাধারন অধীর,সবার গন্তব্য আজ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যেখানে যেন সব পথ আজ এসে মিলেছে। মাঝে মাঝে কোলাহল ও গান চলছে।শ্রাবনের বারিধারার সাথে মিলেমিশে একাকার সব অশ্রুধারা।

প্রতিমা দেবীর লেখনীতে সে সময়ের বিবরন এসেছে এভাবেঃ সেবিকারা তাঁর পবিত্র দেহ সাজিয়ে দিল শুভ্র ধুতি উত্তরীয়ে, ললাটে অঁকা হল শ্বেত চন্দনের তিলক। গলায় রজনীগন্ধার গোড়ে- তাঁর যে বেশ কত উৎসবের কত অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুলত ,সার্থক করেতুলত আজ সেই বেশে তাঁর বিচ্ছিন্ন চৈতন্যের দেহেও আধ্যাত্মিক রূপ দীপ্ত হয়ে উঠল।...এদিকে বৃহৎ সমুদ্রের কলরব শুনছি বাইরে।জানলা দরজারউপর চাপ পড়ছে —ভীষণ করাঘাত, যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের তরঙ্গ আঘাতে সমস্ত বাড়িটা ভেঙ্গে পড়বে ভূমিকম্পের কাঁপন উঠেছে চারিদিকে।কে যেন এসে বললে —এইবার ওকে নিয়ে যাচ্ছে , শোকযাত্রা শুরূ হবে। দৌড়ে দেখতে গেলাম জানালা দিয়ে ,শেষ দর্শন হলোনা।একটা প্রকান্ড মানবসমুদ্রের ঢেউ তাঁর দেহ গ্রাস করে নিল চকিতে। যে মহামানব তাঁর ধ্যানের উপলব্ধি, সেই বিরাট মানবহৃদয়ের সাগর থেকে আজ বান ডেকে উঠেছে। তারই উত্তাল তরঙ্গ তাঁর দেহকে পার্থিব জগত থেকে লুন্ঠন করে নিয়ে গেল, আর তাঁর মহান আত্মা ব্যপ্ত হলো ভূমার নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতায়।

রানী চন্দ লিখছেন- তিনটে বাজতে হঠাত একসময়ে গুরুদেবকে সবাই মিলে নীচে নিয়ে গেল। দোতলার পাথরের ঘরের পশ্চিম বারান্দা হতে দেখলাম — জনসমুদ্রএর উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকা নিমেষে দৃষ্টির বাইরে ভেসে চলেগেল। মরদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে নিমতলা ঘাটের দিকে,সাথে পিছনে অসংখ্য অগনিত মানুষ-জনস্রোত সমস্ত কোলকাতা যেন পথে নেমে এসেছে কবিকে শেষ বিদায় জানাতে। নশ্বর দেহ অগ্নিতে প্রবেশের মহাযাত্রার বেতার ধারাবিবরনী দিচ্ছিলেন কবি নজরুল ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। গভীর শোকাহত নজরুল তাৎক্ষণিক রচিত কবিতা রবিহারা (ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে) থেকে থেকে আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। জনসমুদ্রের ঢেউয়ে এক সময় সেই ফুলের নৌকো পৌঁছল নিমতলা শ্মশানে কিন্তু জনতরঙ্গে আটকে পৌঁছতে পারলেন না শোকবিহ্বল রথীন্দ্রনাথ ; অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেহেতু মুখাগ্নি করলেন পৌত্র সুবীরেন্দ্রনাথ। অগ্নিদেবতার ক্রোড়ে স্থাপিত হয়ে পৌছল অমৃতালোকে সেই মহাপ্রাণের নশ্বর দেহখানি যিনি এগারো দিন আগে রোগশয্যায় সৃজন করছিলেন-প্রথমদিনের সূর্য/প্রশ্ন করেছিল/ সত্তার নূতন আবির্ভাবে/ কে তুমি-/মেলেনি উত্তর। বৎসরের পর বৎসর চলে গেল/ দিবসের শেষ সূর্য/ শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে / নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়/কে তুমি-/পেল না উত্তর।

ডিসেন্ট অব ম্যানের দেড়শ বছর

জনরঞ্জন গোস্বামী

২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১ সালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত প্রকাশক জন মারি-র মাধ্যমে প্রকাশিত হল চার্লস ডারউইনের জগত কাঁপানো গ্রন্থ 'ডিসেন্ট অব ম্যান অ্যান্ড সিলেকশন ইন রিলেশন টু সেক্স'। এর ১২ আগে তিনি 'অরিজিন অব স্প্যাসিস' প্রকাশ করে জীবনজগতে বিবর্তনের যে ধারণার জন্মে দেন তাতে বহু দিনকার লালিত জীববিজ্ঞানের ধারণাগুলো পাল্টে দেন। ১৮৭১ এর গ্রন্থটি মানব সম্পর্কিত---তার বিবর্তনের ইতিহাস তার উৎপত্তির কথা। গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে তিনি প্রথমে জর্জ ওয়ালেসকে সহকারী হিসেব নিয়োগ করেন। এই ওয়ালেসর মাথাতেই প্রথম বিবর্তনের ধারণা এসেছিল যা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ডারউইনের সাহায্য চেয়েছিলেন।

মানুষের উৎপত্তি তার কুল, বংশ কী, কেন মানুষের আবির্ভাব, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য এসব নিয়ে উনিশ শতকে ইউরোপে উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞানী, ধর্মবেত্তা, দার্শনিক, সাহিত্যিকরা এই বিতর্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ল্যামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯) জানিয়েছিলেন জৈবনিক পদার্থগুলো ক্রমবিবর্তনের পথে আভ্যন্তরীক শক্তির সাহায্যে, উত্তরাধিকার সূত্রে এবং পারিপার্শ্বিক থেকে প্রাপ্ত গুণগুলোর সাহায্যে প্রাণীদেহের উন্নতিতে সাহায্য করে। ডারইউন-এর সঙ্গে একটি নতুন কথা যুক্ত করেন---জীবকোষগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বেঁচে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে। প্রাণীর যে যে অংশ ও গুণ তার পক্ষে হিতকর, প্রকৃতি কেবল সেই সব অংশ ও গুণ রক্ষা করে। অধিক গুণসম্পন্ন প্রাণীরা অধিককাল জীবিত থাকে ও সন্তানসন্ততি রেখে যায়। ক্ষমতাহীন ও গুণহীনরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতির এই প্রক্রিয়াকেই ডারউইন তার ১৮৫৯-এর গ্রন্থ বলেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)।

ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের উপর ডারউইনের তত্ত্বের প্রভাবের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে টমাস হেনরি হাক্সলে প্রকাশ করলেন তাঁর 'Man Plac in Nature'গ্রন্থ আন্তেনিয়েত ব্ল্যাকওয়েল নাম্নী এক মহিলা ১৮৭৫ সালে রচনা করলেন ('Sexes Thoughtout Nature') ১৮৮৬ সালে রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের উপন্যাস Strange case of Dr.lakyll and Mr.Hude -এ দেখা যায় ডারউইনের প্রভাব। তাঁর আগে ডারউইনের এক তুতো ভাই ফ্রান্সিস প্যালটন প্রকাশ করেছেন যার মূল কথা হল সুপ্রজনন বিদ্যার মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণের জন্য শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবান ও গুণসম্পন্ন সন্তানের জন্ম দেওয়ার অনুমতি দেওয়া। ডিসেন্ট অব ম্যান গ্রন্থটি প্রকাশের দেড়শ বছর পর ফিরে দেখা যাক এই বইয়ে দ্যেয়া তার তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা আজ কতটা আছে। ডারউইন প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন মানুষের উৎপতিত প্রাকৃতিক ও যৌন নির্বাচনের মাধ্যমে। তাঁর তত্ত্বের মূল কথাটি যোগ্যতমের উদ্বর্তন বা (Survival of the Fitted এই শব্দবন্ধটি। তাঁর তত্ত্বে তিনি মানুষের পরীরস্থান, অঙ্গসংস্থান, মনের ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক জগতের উদ্ভব, জাতি, লিঙ্গ পার্থক্য ইত্যাদির বিকাশ নিয়েও আলোচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি থেকে দেখা যায় তাঁর অনেক সিদ্ধান্ত ছিল উদ্ভাবনমূলক এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। নানা সনাক্তকরণের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষ আর পশুদের মধ্যে ফারাক শুধু মাত্রার। এদের মধ্যে জাতের প্রভেদ নেই। এই কথাটিই ইউরোপে ঈশ্বরবিশ্বাসীরা মানতে পারেননি, যদিও ভারতে এই তত্ত্ব মানতে অসুবিধা হয়নি। মানুষের বিবর্তনে তিনি জোর দিয়েছেন সহযোগিতা, সামাজিক শিক্ষা এবং ক্রমসঞ্চিত সংস্কৃতির উপর। তাঁর ভাবনা বৈপ্লবিক থাকলেও আজকের বিচারে, তাঁর অনেক ধারণা ভুল ছিল। ডিসেন্ট অব ম্যান গ্রন্থটি বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এবং এই গ্রন্থ থেএক অনেক কিছু শেখার থাকলেও গ্রন্থটির সব বক্তব্য প্রশ্নাতীত নয়। ডারউইন মানবজাতিকে প্রাকৃতিক জগতের অংশ বলেই মনে করতেন। তাঁর ধারণা, অন্যান্য প্রাণীরা যেমন একটি প্রক্রিয়া ও বিন্যাসের মাধ্যমে উদ্ভুত হয়েছে, তেমনি মানবজাতি ও পূর্বপুরুষাগত'রাইমেটদের থেকে উদ্ভুত হয়েছে। তাঁর মতে, মানুষের দেহ জানতে গেলে আমাদের অন্যান্য প্রাণীদের দেহ-মনের খবর নিতে হবে, জানতে হবে তাদের বংশ কুলপন্তী এবং সময়ের সঙ্গে তাদের দেহে কীসব রূপান্তর ঘটেছিল।

আজ ডিসেন্ট অব ম্যান এর মূল্যায়ন করতে গেলে নজরে আসে, ডারউইনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তার মধ্যে ছিল পূর্বসংস্কারের প্রতি পক্ষপাত। তবে তিনি তাঁর তত্ত্বে সংগৃহীত তথ্যের বিচার করতে বৈজ্ঞানিক মুক্তিজাল যথাসম্ভব ব্যবহার করেছিলেন। তবে একচা বলাও ভুল হবে না যে তিনি মানবজাতির মূল্যায়নে জাতিগত পক্ষপাত ও পুরুষ প্রাধান্য এবং যৌনপক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মানুষদের মননক্ষমতা ইউরোপীয়দের চেয়ে কম। বুদ্ধি ও জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা অন্য জাতির তুলনায় আফ্রিকানদের যথেষ্ট কম। এসব বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত আমাদের বিভ্রান্ত করে। ডিসেন্ট অব ম্যান গ্রন্থে ডারউইন দেখাতে চেয়েছেন প্রাকৃতির নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নানা জাতির বৈশিষ্ট্যের (যেমন চরিত্র, স্বভাব, চেহারা, আচারআচরণ) প্রভেদ তৈরি হয় এবং প্রত্যেক জাতির সাফল্যের ক্ষমতাও সমান নয়। ডারউইন এখানেই থামতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে এই গ্রন্থে ভিত্তিবীনভাবে নানা জাতির মধ্যে বিবর্তনগত পার্থক্যের কথা বললেন,ছাড়িয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ, গণহত্যাকে সমর্থন করলেন তা তত্তেবর সাহায্যে। তিনি যখন দাস ব্যবসাণ ঘোর বিরোধী তখন তাঁর উফরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা জেনে আমরাও অবাক হই। ডিসেন্ট অব ম্যান এ তিনি নারীকে সাদা পুরুষদের তুলনায় কম বুদ্ধিমতী বলেছেন। বলেছেন নারীরা প্রায় নীচু জাতির বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁর সিদ্ধান্ত, পুরুষ সাহাসী, উদ্যমী, বুদ্ধিমান, উদ্ভাবনক্ষম, নারীর এসব বৈশিষ্ট্য বিশেষ নেই। পুরুষের এসব বৈশিষ্ট্য বা গুণ সম্ভব হয়েছে প্রাকৃতিক ও যৌন নির্বাচনের মাধ্যমে। এসব কথ াবলার মতো প্রয়োজনীয় তথ্য কিন্তু তাঁর কাছে ছিল না। তনি অনেকটা যুক্তিহীনভাবে একগুঁয়েভাবে বিবর্তনের ইতিহাসে পুরুষকেন্দ্রিক উদ্যমশীলতা এবং নারীকে যে অনেকটাই নিষ্কর্মা দেখিয়েছেন তারই পছনে কাজ করেছে বৈজ্ঞানিক তথ্যের চেয়েও ভিক্টোরিয় যুগের নারীবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গা। ডারউইন তাঁর নিজের জীবনে ও দক্ষিণ আমেরিকান ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট সম্পর্কে কিছুটা শিক্ষা নিয়েছিলেন জন এডমনস্টেন নামে এক আফ্রিকানের কাছ থেকে বিউপল জাহাজে বিশ্ব পরিক্রমার সময়ে ফুজিয়ানদের (এক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী) সঙ্গে তার মেলামেশা বা তাঁর কন্যা হেনরিয়েটাকে দিয়ে ডিসেন্ট অব ন্যান এর সম্পাদনা (ওয়ালেসকে সম্পাদনার কাজ থেকে সরিয়ে দিয়ে) কাজ করিয়েও তাঁর আফ্রিকান ও নারীদের সম্পর্কে এই ধারণা কেন? ডারউইন নিঃসন্দেহে একজন সংবেনশীল বিজ্ঞানী ছিলেন। জাতি ও যৌনতা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আরও বেশি বাস্তব,তথ্য ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক হওয়া উচিত ছিল।

আজও ডারউইনকে বাল হয় প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী এবং বিবর্তন তত্ত্বের জনক। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও বলা দরকার তিনি ছিলেন ভিক্টোরিয়া যুগের ইংলিশম্যান, যার মধ্যে ছিল বেশ কিছু ক্ষতিকারক ও অযৌক্তিক সংস্কার এবং তার গ্রন্থে বহুস্থানে বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ছাপিয়ে এইসব সংস্কার তাঁর সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করেছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর সময়ে বিজ্ঞানীরা ও জনসাধারণও বিনা সমালোচনাতেই তাঁকে গ্রহণ করেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানে মানুষের পরিচয় জাতি দিয়ে নয়, স্ত্রী-পুরুষের মস্তিষ্কের বা বুদ্ধির ডারউইনীয় ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই ধারণাটিও বিবর্তন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে উপস্থাপিত করেনি বলেই নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবুও আজ থেকে দেড়শো বছর আগে রচিত গ্রন্থ আজও উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। বিবর্তনের ইতিহাস হিসাবে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব আরও বহুদিন পর্যন্ত থাকবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার ত্রিপুরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শচিন সিং-এর জন্মবার্ষিকী পালন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। ছবি ঃ নিজস্ব

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৪২,১৫৯, ব্রাজিলে কোভিডে ১,০০৬ জনের মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ৭ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ল, মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজারের বেশিই। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,০০৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ১৫৯ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,১০৮,৭৪৬ জন।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৪২,১৫৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ২০,১০৮,৭৪৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১,০০৬ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৮০৭ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৮,৮৬৮,৬০২ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬,৭৮,৩৩৭ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দৈনিক সংক্রমণ ঊর্ধমুখী, ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিডে ৭৫০ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ৭ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল আমেরিকায়, মৃত্যুর সংখ্যাও চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ৭৫০ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৩০,৭০৬ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৪১ জনের ।আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩০,৭০৬ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৫০ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬,৪৪৭,১২৩-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২৯,৮৩৪,৪৭২ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫,৯৮০,০১০ জন ।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কলকাতার আকাশ মেঘাছন্ন, রবি থেকে বৃষ্টি কমার সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.): অবশেষে রবিবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমার পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মেঘাছন্নই থাকবে। তবে, রবিবারের পর থেকে বৃষ্টি কমতে পারে। শনিবার সকাল থেকে মেঘাছন্ন কলকাতা ও সংলগ্ন জেলার আকাশ। মাঝেমধ্যে হালকা বৃষ্টি হয়েছে।

শনিবার কলকাতা ছাড়াও দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমি অক্ষরেখার সৌজন্যে চলতি সপ্তাহে বুধবার থেকে চলছে বৃষ্টি। এই বৃষ্টি কমতে পারে রবিবার থেকে। গত কয়েকদিন ধরে এমনিতেই বৃষ্টিতে নাজেহাল রাজ্যের মানুষজন। বৃষ্টি কমে কমবে সেই অপেক্ষায় রাজ্যবাসী। বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর, আমতা, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল, হুগলির খানাকুলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নাগরিকদের আফগানিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দিল ব্রিটেন

লন্ডন, ৭ আগস্ট (হি.স.): মার্কিন সেনা ফিরে যেতেই আফগানিস্তান দখলের লড়াইয়ে নেমে পড়েছে তালিবান জঙ্গি গোষ্ঠী। একের পর এক শহর দখল করছে তালেব জঙ্গিরা। সংকট কালে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নাগরিকদের আফগানিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দিল ব্রিটেন। শুক্রবার নাগরিকদের জন্য একটি ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি করে নাগরিকদের আফগানিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ব্রিটেনের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস।

সেখানে সাফ বলা হয়েছে, "সমস্ত ব্রিটিশ নাগরিকদের কাছে আফগানিস্তান ছাড়ার আরজি জানানো হচ্ছে। আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালাতে পারে। তাদের হামলার পদ্ধতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। বিশেষ করে কাবুলে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা। অপহরণের ভয়ও রয়েছে।"

বলে রাখা ভাল, আফগানিস্তানে আমেরিকা ও ইউরোপের নাগরিকদের বরাবর নিশানা করে এসেছে তালিবান। শুধুমাত্র ন্যাটো বাহিনীর সদস্যরা নয় জঙ্গিদের হামলার মুখে পড়তে হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির কর্মীদেরও।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

জাপানে ট্রেনে হামলা ছুরিকাহত ১০ যাত্রী

টোকিও, ৭ আগস্ট (হি.স.) : জাপানের ট্রেনে আতায়ীর হামলা। শুক্রবার রাতে জাপানের রাজধানী টোকিওতে একটি ট্রেনে হামলাকারীর ছুরিকাঘাতে ১০জন আহত হয়েছেন। হামলাকারী ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানকার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন হামলায় আহত হওয়া এক মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাকিরা শঙ্কামুক্ত রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, স্টেশনে ট্রেন থামার পর ট্রেনে উঠে হামলাকারী যাত্রীদের ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এসময় লোকজন আতঙ্কে চিৎকার করছিলেন। সন্দেহভাজন হামলাকারীর শরীরও ছিল রক্তে ভেজা। এরপর যাত্রীদের চিৎকারে ওই তরুণ দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে একটি দোকানে গিয়ে আশ্রয় নিলে পুলিশ তাকে আটক করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায়, তারা সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন। জাপানের স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, হামলাকারী ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছে, তিনি সুখী মনে হওয়া নারীদের দেখে ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের হত্যা করতে চান।

ভারতে এবার সিঙ্গল ডোজের টিকা, অনুমতি পেল জনসন অ্যান্ড জনসন

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): ভারতে জরুরি ভিত্তিতে সিঙ্গল ডোজ টিকা ব্যবহারের অনুমতি চাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই জনসন অ্যান্ড জনসনকে ছাড়পত্র দিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য টুইট করে জানিয়েছেন, 'ভ্যাকসিনের ডালি প্রসারিত করল ভারত। ভারতে জরুরি ভিত্তিতে সিঙ্গল ডোজ টিকা ব্যবহারের জন্য জনসন অ্যান্ড জনসনকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখন ৫টি ইইউএ ভ্যাকসিন রয়েছে ভারতের হাতে। এর ফলে দেশ কোভিড ১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও শক্তিশালী হবে।'

ভারত সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পর জনসন অ্যান্ড জনসন জানিয়েছে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমরা ঘোষণা করছি, ১৮ বছর ও তার ঊর্ধে ব্যক্তিদের মধ্যে কোভিড-প্রতিরোধের জন্য ভারতে জরুরি ভিত্তিতে জনসন অ্যান্ড জনসনের সিঙ্গল ডোজ টিকা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে ভারত সরকার। অন্য টিকার মত দু'টি নয়। তাদের তৈরি একটি মাত্র টিকা প্রয়োগ করলেই মানবদেহে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধী ক্ষমতা গড়ে উঠবে বলে আগেই দাবি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা জনসন অ্যান্ড জনসনের। জনসন অ্যান্ড জনসনের তৈরি করোনা-টিকার নাম এডি২৬.কোভ২.এস। গত জুলাই মাসে প্রথমে একদল হনুমানের উপর ওই প্রতিষেধক পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করা হয়। তাতে দেখা যায়, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে সেটি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মুম্বইয়ের কস্তুরবা হাসপাতালে গ্যাস লিকেজ, সুরক্ষিত সমস্ত রোগী

মুম্বই, ৭ আগস্ট (হি.স.): গ্যাস লিকেজের জেরে আতঙ্ক ছড়াল মুম্বইয়ের কস্তুরবা হাসপাতালে। শনিবার মুম্বইয়ের চিঞ্চপকলি এলাকায় অবস্থিত কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতালে এলপিজি গ্যাস লিকেজের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। মোট ৫৮ জন রোগীকে নিরাপদে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ২০ জন ছিলেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী।

শনিবার দুপুরে দক্ষিণ মুম্বইয়ের কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতালে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের ঘটনা ঘটে। তৎক্ষণাৎ ২০ জন করোনা-রোগী-সহ মোট ৫৮ জন রোগীকে নিরাপদে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পাওয়ার পর হাসপাতালে আসে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ও তিনটি জলের ট্যাঙ্কার। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর চলে যায় দমকল।

আমার তাঁত আমার গর্ব, টুইট প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি. স.) : জাতীয় তাঁত দিবসে তন্তুবায়দের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার মোদী টুইটে লিখেছেন, "তাঁত ভারতের বৈচিত্র্য এবং অগণিত তাঁতি এবং কারিগরের দক্ষতা প্রকাশ করে। জাতীয় তাঁত দিবস আমার তাঁত আমার গর্ব এই মনোভাব বাড়িয়ে আমাদের তাঁতিদের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করতে উদ্যোগী হই। আসুন আমরা স্থানীয় তাঁত পণ্য সমর্থন করি!" আজ জাতীয় তাঁত দিবস। প্রতি বছর ৭ আগস্ট পালিত হয় জাতীয় তাঁত দিবস। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে এই দিনেই স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, বিদেশি পণ্য বর্জন করে স্বদেশী পণ্য গ্রহণ। তার স্মরণে ৭ই অগাস্ট জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস হিসেবে উদযাপিত হয় ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অরুণাচল থেকে অসম, বহু লক্ষ টাকার কাঠ-বোঝাই ট্রাক আটক মার্ঘেরিটায়

মার্ঘেরিটা (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার মার্ঘেরিটায় আটক করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অবৈধ চেরাই কাঠ-বোঝাই একটি ট্রাক। কাঠগুলি অরুণাচল প্রদেশ থেকে অনমের নলবাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ।আজ শনিবার মার্ঘেরিটা থানার ওসি এই খবর দিয়ে জানান, গতকাল রাতে স্থানীয় ৩১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশের এক দল নিয়মিত টহল দিচ্ছিল। এক সময় বিআর ০৬ জিবি ৯৪০৮ নম্বরের একটি ট্রাক তাঁরা আটক করে তাতে তালাশি চালিয়ে বহু লক্ষ টাকার চেরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছেন। কাঠগুলি অরুণাচল প্রদেশের নামচাই থেকে নলবাড়ির উদ্দেশ্যে পাচার করা হচ্ছিল। ট্রাক চালকের কাছে কাঠগুলির বৈধ কোনও নথিপত্র পাওয়া যায়নি। তাই কাঠ সমেত ট্রাককে বাজেয়াপ্ত করে স্থানীয় বন দফতরে সমঝে দেওয়া হয়েছে ।ধৃত চালকের উদ্ধৃতি দিয়ে ওসি জানান, বাজেয়াপ্তকৃত কাঠগুলির মালিক জনৈক ভাইকন। বন দফতর কাঠগুলি সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে। তাঁদের তদন্তে স্পষ্ট হবে, ট্রাক-বোঝাই কাঠগুলি বৈধ না অবৈধ, জানান ওসি।

৯৫ বেড়ে ২৩,৭৯৭ জনের মৃত্যু, পাকিস্তানে করোনা-মুক্ত ৯.৫৯-লক্ষাধিক

ইসলামাবাদ, ৭ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, পাকিস্তানে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের সাড়ে ৪ হাজার ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্তহয়েছেন ৪,৭২০ জন। শুক্রবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৯৫ জনের। পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৩,৭৯৭ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৬৩,১২৫ জন। ইমরান খানের দেশে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৯১ জন। শনিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৭২০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৯৫ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৬৩,১২৫। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭৯,৮৩৭। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৮.২৪ শতাংশে পৌঁছেছে।

দরিদ্রদের খাদ্য ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই কেন্দ্রের অগ্রাধিকার : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): দেশের দরিদ্রদের খাদ্য ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই কেন্দ্রের অগ্রাধিকার। শনিবার প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার একটি অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মাধ্যমে এই খাদ্য বিতরণের জন্য আপনাদের সকলকে অভিনন্দন। এই সময়ের মধ্যে ৮০ কোটিরও বেশি দেশবাসীকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র গম নয়, চাল ও ডালও দেওয়া হয়েছে। লকডাউনের সময় ৮ কোটিরও বেশি দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে। ২০ কোটিরও বেশি মহিলা সরাসরি নিজেদের জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা পেয়েছেন।' প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'করোনার জন্য উদ্ভুত সঙ্কট মোকাবিলায় ভারতে দরিদ্রদের দিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা হোক অথবা প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ রোজগার যোজনা, আমরা প্রথম দিন থেকেই দরিদ্রদের খাদ্য ও কর্মসংস্থানের কথা ভেবেছিলাম।' অতীতের কথা স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মধ্যপ্রদেশে রাস্তার কেমন অবস্থা ছিল, তা আমার মনে আছে। আমরা বড় বড় কেলেঙ্কারির কথা শুনতাম। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের শহরগুলি পরিচ্ছন্নতা ও উন্নয়নের জন্য নতুন মডেল তৈরি করছে।' মধ্যপ্রদেশে বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি ও বন্যা কবলিত। বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত। এই কঠিন সময়ে মধ্যপ্রদেশের পাশে রয়েছে ভারত সরকার ও সমগ্র দেশ। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও তাঁর গোটা টিম বন্যা কবলিত এলাকায় যাচ্ছেন ও ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন। এনডিআরএফ হোক অথবা কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বায়ুসেনা, এই পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকারকে সমস্ত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।'

অসম : মিজোরামগামী পণ্যবাহী যান চলাচল সচল করতে বরাকবাসীকে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহারের আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : মিজোরামগামী পণ্যবাহী যান চলাচল সচল করতে বরাক উপত্যকার জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আন্তঃ রাজ্য সীমা-বিবাদ সম্পর্কিত গৃহীত পদক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট সীমান্তের সর্বশেষ পরিস্থিতির তথ্যাদি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে দাখিল করতে আজ দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লি যাত্রার আগে বরাক উপত্যকার কাছাড় এবং হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন স্থানে চলমান জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

দক্ষিণ অসমে অর্থনৈতিক অবরোধের দরুন পাহাড়ি রাজ্য মিজোরাম মারাত্মক সংকটের মধ্যে পড়েছে। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে পেট্রোপণ্য ও জ্বালানি তেল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর পাশাপাশি রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাব মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে যাঁরা কোভিড-১৯-এর সঙ্গে জীবনপণ লড়াই করছেন তাঁরা সংকটাপন্ন। গত ৩ তারিখ মিজোরাম সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আর লালথাংলিয়ানা তাঁর রাজ্যকে অবরোধ-সৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু বরাক উপত্যকায় মিজোরামের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সংগঠকরা আগ্রাসী পাহাড়ি রাজ্যকে মোক্ষম জবাব দিতে তাঁদের আন্দোলনে অনড়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গাকে ট্যাগ করে শুক্রবার রাতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিশিয়াল ট্যুইটার হ্যান্ডলে এই আবেদন জানিয়ে লিখেছেন, 'গত ২৬ জুলাই সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনায় আমাদের মূল্যবান ছয় ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। মৃত্যুবরণকারী বীর ব্যক্তিবর্গ কারোর বাবা, কারোর ভাই, কারোর ছেলে কারোর স্বামী। তাঁদের জন্য গোটা অসমের হৃদয় রক্তাক্ত। অনেকে এখনও আহত। আমরা তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' তিনি আরও লিখেছেন, 'এত কিছুর পরও আমাদের অবশ্যই শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। যদিও আমরা সাংবিধানিক সীমানা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি আমাদের জনগণকে তাই মিজোরামে পণ্য চলাচলের অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৬ জুলাই কাছাড় জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী লায়লাপুরে মিজো পুলিশের সহযোগিতায় ওই রাজ্যের সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে শহিদ হয়েছেন অসম পুলিশের ছয় জওয়ান এবং এক নাগরিক। এছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন ৭০-এর বেশি অসম পুলিশ এবং সাধারণ নাগরিক। ওইদিন থেকেই কাছাড় এবং হাইলাকান্দির ওপর দিয়ে মিজোরামে দানাপানি পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। কাছাড় জেলার বুক চিরে মিজোরামগামী ৩০৬ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং কাটাখাল-ভৈরবী রেলরুটের মহম্মদপুর এবং রামনাথপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে রেলওয়ে ট্র্যাক উপড়ে নানা স্থানে ক্ষুব্ধ জনতা সহ নানা সংগঠন অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে আগ্রাসী মিজোরামকে মোক্ষম জবাব দিচ্ছেন। ২৬ জুলাই থেকে আজ ৭ আগস্ট, ১৩ দিন ধরে অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে মিজোরামে কার্যত তীব্র খাদ্য ও জীবনদায়ী ওষুধ-সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

গতকাল রাতে অসমের হাইলাকান্দি এবং কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্থানে মিজোরামগামী পণ্যবাহী গাড়িকে আটকানো নিয়ে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। হাইলাকান্দির ধলছড়ায় অসম পুলিশ এবং স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ নিয়ে আজও উত্তেজনা বিরাজ করছে। মূলত গতকাল দিবাভাগে বিলাতি মদ-বোঝাই একটি গাড়ি মিজোরামে যাওয়ার চেষ্টা করে ধলছড়ার রাস্তা ধরে। অসম পুলিশ ওই গাড়িকে মিজোরামে যেতে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাতে স্থানীয় জনতা এবং কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতর সদস্যরা বাধা দেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশকে শূন্যে গুলি চালাতে হয়েছে। এছাড়া পুলিশ-জনতার খণ্ডযুদ্ধে কয়েকজন যুবক আহত হয়েছেন। পুলিশের বন্দুকের বাটের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন জনৈক আলিম উদ্দিন (৩৫)। তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার পর হাইলাকান্দির সীমান্তবর্তী এলাকায় আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, গতকাল রাতে কাছাড় জেলার ধলাই থানার অন্তর্গত ভাগাবাজার এলাকায় ৩০৬ নম্বর জাতীয় সড়কে মিজোরামের বিরুদ্ধে চলমান 'অর্থনৈতিক অবরোধ'-এর কবলে পড়ে চারটি পণ্যবাহী লরি। অবরোধকারীরা ওই চারটি লরিতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছেন। তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৩ ডিগ্রি, বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): ফের বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। বৃষ্টির সৌজন্যে আবারও মনোরম পরিবেশ ফিরে এল রাজধানীতে। শনিবার সকাল থেকেই হালকা মেঘাছন্ন ছিল দিল্লির আকাশ। এদিন বৃষ্টি হয়েছে দিল্লির মোতিলাল নেহেরু মার্গ, জনপথ, টলস্টয় রোড-সহ দিলির বিভিন্ন প্রান্তে। তবে, কোথাও রাস্তায় জল জমে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। শনিবার সকালে দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর্দতা ছিল ৮১ শতাংশ, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। শনিবার সারাদিনই মেঘাছন্ন থাকবে দিল্লির আকাশ, এমনই পূর্বাভাস জারি করা হয়েছিল। সেই মতো এদিন মেঘাছন্ন ছিল রাজধানীর আকাশ।

তিন রেল স্টেশন সহ বিগ বি-র বাড়িতে বিস্ফোরণের হুমকি, সতর্কতা মুম্বই জুড়ে

মুম্বই, ৭ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সপ্তাহখানেক আগে মুম্বইয়ে বোমাতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বলিউড মেগাতারকা অমিতাভ বচ্চনের বাংলোয় বোমা রাখা আছে, সঙ্গে মুম্বইয়ের তিনটি বড় রেলস্টেশনেও বিস্ফোরক রাখা হয়েছে বলে হুমকি ফোন পায় পুলিশ। কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়েই বিগ বি-র বাড়ির সামনে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। শুরু হয় জোর তল্লাশি। মুম্বইয়ের তিন রেলস্টেশনে বোম রাখা আছে এমন ফোন পাওয়ার পর পুলিশের বড় দল, রেলপুলিশের সঙ্গে একযোগ তল্লাশির কাজ শুরু করে। জুহুতে অমিতাভের বাংলো ও সিএসএমটি- সহ মুম্বইয়ের তিন বড় রেলস্টেশনে কুকুর, বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় বাহিনী গিয়ে জোর তল্লাশি চালায়। তবে যদিও মেলেনি কিছুই।

মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস, বাইকুল্লা ও দাদর রেল স্টেশনে বোমা রাখা আছে, বলে ফোনে জানান এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। হুমকি ফোনটি আসে মুম্বই পুলিশের কন্টোল রুমে। এর পাশাপাশি ওই অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তি জানান, অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের বাড়িতেও রাখা আছে বোমা। বিস্ফোরণ হবে। এই ফোন আসতেই নড়েচড়ে বসে মুম্বই পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস, বাইকুল্লা ও দাদার রেল স্টেশনে। জুহুতে অমিতাভ বচ্চনের বাড়িতেও নিরাপত্তারক্ষীরা সজাগ রয়েছে। মুমবই পুলিশের কন্টোল রুমে উড়ো ফোন আসার পরই তড়িঘড়ি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস, বাইকুল্লা ও দাদার রেল স্টেশনে পৌঁছয় পুলিশ, জিআরপি ও বম্ব স্কোয়াড। অমিতাভ বচ্চনের বাড়িতেও যান পুলিশ আধিকারিকরা। এই ঘটনার জেরেই গ্রেফতার হলেন দুই ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁরা দু'জনেই মত্ত অবস্থায় এই ফোন করেছিলেন। মুম্বই পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, উড়ো ফোন কলে বলা হয়েছিল যে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস, বাইকুল্লা ও দাদার রেল স্টেশনে এবং অমিতাভ বচ্চনের বাড়িতে তড়িঘড়ি না পৌঁছলে বোমা বিস্ফোরণে বহু মানুষ প্রাণ হারাবে। তাই ততক্ষণাত পুলিশ আধিকারিকরা পুরো টিম নিয়ে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে যাওয়া হয়। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। কোনও বিস্ফোরক কিছুই পাওয়া যায়নি। সন্দেহজনক কিছুই নজরে আসেনি। ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়ানো হয়। তবে উড়ো ফোন কলের পর থেকেই মুম্বইয়ের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্দেহজনক কিছু নজরে এলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মধ্য কাশ্মীরে সংঘর্ষে এক জঙ্গির মৃত্যু একে-৪৭ রাইফেল ও পিস্তল উদ্ধার

শ্রীনগর, ৭ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীর। সেন্ট্রাল কাশ্মীরের বদগাম জেলার মোচবা এলাকার ঘটনা। নিহত জঙ্গির নাম-শাকির বশির দার। আল-বদর জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ওই সন্ত্রাসীর বাড়ি পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার গোরিপোরায়। গুলির লড়াই চলাকালীন ট্রাকে লুকিয়ে পালিয়ে যায় একজন লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসী, ওই জঙ্গিকে খ্রিউ এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে ট্রাক চালককে। ট্রাকটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত লস্কর জঙ্গির নাম-শাবির আহমেদ নাজার। তার বাড়ি খ্রিউ এলাকায়। ট্রাক চালকের নাম-মহম্মদ শাফি দার। তার বাড়ি খ্রিউর গ্র্যাতয়ানি মহল্লাতে।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পাওয়ার পর শনিবার ভোররাত থেকে সেন্ট্রাল কাশ্মীরের বদগাম জেলার মোচবা এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে একজন আল-বদর জঙ্গির মৃত্যু হয়। পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এনকাউন্টারস্থল থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল ও একটি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, 'গুলির লড়াই চলাকালীন দ্বিতীয় জঙ্গি এনকাউন্টারস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল ট্রাকে চেপে, খ্রিউ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই জঙ্গির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পিস্তল ও একটি গ্রেনেড। গ্রেফতার করা হয়েছে একজন ট্রাক চালককে।' দুই জঙ্গির কাছ থেকে এদিন একটি চিনা পিস্তল, একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন, ৭টি পিস্তলের গুলি, দু''টি একে-ম্যাগাজিন, ৫০টি একে-রাউন্ড, একটি চিনা গ্রেনেড, ৫ কেজি ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মোশারফ করিমের অভিনয়ে মুগ্ধ প্রসেনজিৎ

হইচই ফেলে দেওয়া ওয়েব সিরিজ ‘মহানগর’। পরিচালক আশফাক নিপুণ এই মুহূর্তে সর্বত্র প্রশংসিত। এর মধ্যেই সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হল নতুন পালক। একটি ফোনের কাহিনি। ফোনের ওপারে বাংলা ছবির তারকা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। প্রায় ১৫ মিনিট কথা চলল। সবটাই ‘মহানগর’ নিয়ে। ফোন শেষে বিস্ময় কাটে না আশফাক নিপুণের।

প্রথম বিস্ময়, এত বিখ্যাত একজন অভিনেতা নতুন একজন পরিচালকের ওয়েব সিরিজ দেখে নিজেই ফোন করে মুগ্ধতা জানাচ্ছেন! দ্বিতীয় বিস্ময়, প্রসেনজিৎ তাঁকে বলেছেন, “আপনার ছবি বানানো উচিত। সিরিজ তো বানাবেনই, কিন্তু আপনার উচিত ছবি বানানো। ছবি আপনার জায়গা।”

প্রসেনজিতের এই শুভেচ্ছায় অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করেছেন আশফাক নিপুণ। ফেসবুকে লিখেছেন, ‘মহানগর-এর গল্প, পারফরম্যান্স, কাস্ট, ক্রু সবকিছু নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত তিনি (প্রসেনজিৎ)। মহানগর-এর গল্প বলার ধরনে, প্রতিটি অভিনেতার পারফরম্যান্সে তিনি মুগ্ধ। বিশেষ করে ওসি হারুন চরিত্রে মোশারফ করিমের অভিনয় নিয়ে তাঁর মুগ্ধতা কমছিলই না।’

ঘুমন্ত শিশুর ছবি তুলতে নেই, নেটমাধ্যমে ইউভানের ছবি দিয়ে কটাক্ষের মুখে শুভশ্রী

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমকে প্রসেনজিৎ জানিয়েছেন, “মহানগর সিরিজটা দেখে আমি অভিভূত। অসম্ভব ভাল লেগেছে। তাই নিপুণের ফোন নম্বর জোগাড় করে তাঁকে ফোন করেছিলাম। এর প্রতিটা দৃশ্য আমাকে স্পর্শ করেছে। প্রত্যেকের অভিনয় এত ভাল, বিশেষ করে মোশারফ করিম। তাঁর কাজ আগে দেখেছি। দুই বাংলা মিলিয়ে এ রকম একজন অভিনেতা আছেন, এটা ভেবেও আমি গর্বিত।”

গর্বিত আশফাক নিপুণও। সারল্যে ভরা পোস্টে তিনি লিখেছেন প্রসেনজিতের কথা, “শিশুর মতো আগ্রহে মহানগর-এর শ্যুটিং নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমার প্রসঙ্গ টানছিলেন। উৎপল দত্তর কথা বলছিলেন। আর এ দিকে আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না!” বুম্বাদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিপুণ বলেছেন, হৃদয় থেকে গল্প বলার সাহস বেড়ে গেল।

নতুন প্রতিভাকে বুকে জড়িয়ে ধরার মতো ভালবাসা একজন বড় শিল্পীরই থাকে। প্রসেনজিৎ তেমনই একজন শিল্পী।

সহজেই তৈরি করুন সন্দেশ

সন্দেশ খেতে ইচ্ছে করলে রন্ধনশিল্পী তাসনুভা মাহমুদ নওরিনের রেসিপিতে সহজেই তৈরি করতে পারেন।সন্দেশ বানাতে লাগবে: এক লিটার দুধের ছানা। চিনি স্বাদ মতো। আস্ত এলাচ ২টি। ঘি ১ টেবিল-চামচ। গুঁড়া দুধ ২ টেবিল-চামচ।ছানা তৈরি: ১ লিটার ফুল ফ্যাট বা পূর্ণ ননী যুক্ত তরল দুধ জ্বাল দিন। দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় বার বার নেড়ে দিতে হবে যেন উপরে সর বসে না যায়।দুধ ফুটে উঠলে চুলা বন্ধ করে ৩-৪ কাপ টক দই দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিন। আবার চুলা ধরিয়ে কম আঁচে চামচ দিয়ে হালকাভাবে নাড়তে হবে। আস্তে আস্তে দুধ ছানা হতে শুরু করবে।দুধ ও ছানার পানি যখন আলাদা হয়ে আসবে তখন ১ গ্লাস ঠাণ্ডা বরফ পানি ঢেলে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন।সুতির কাপড়ে ছানাটা নিয়ে আবার পানি দিয়ে আলতো হাতে ধুয়ে নিন। হাতে নিয়ে জোরে চেপে পানি বের করার দরকার নেই। ছানার কাপড়টা মুড়িয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিন, তাতেই ছানার বাকি পানি বের হয়ে যাবে।যখন ছানার পানি পড়া একদম বন্ধ হয়ে যাবে তখন ছানা প্লেটে নিয়ে আলতো হাতে মথে নিন। তবে খেয়াল রাখতে হবে খুব জোরে জোরে নয় শুধু ছানার দানাগুলো ভেঙে ছানাটা মিশে গেলেই হবে।সন্দেশ তৈরি: ছানার দলাগুলো আগে হাতে মথে নিন।

সৎ বোন জাহ্নবীর মুখে ‘অর্জুন ভাইয়া’ শুনলে অস্বস্তি হয় বনি-পুত্রের, কেন?

সপ্তাহ খানেক আগেই দুই সৎ বোন জাহ্নবী-খুশি এবং বাবা বনি কপূরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছিলেন অর্জুন কপূর। অভিনেতা জানিয়েছিলেন, তাঁর সৎ মা শ্রীদেবীর মৃত্যুর পরে তাঁরা একে অপরের কাছাকাছি আসেন। কিন্তু তাঁরা এক পরিবার হয়ে উঠতে পারেননি আজও।

সম্প্রতি তিনি জানালেন, জাহ্নবী কপূরের মুখে ‘দাদা’ ডাক শুনে তাঁর অস্বস্তি হয়। কেন? কী বললেন অর্জুন?

একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, “আমার ছোট বোন অংশুলা (মোনা কপূর ও বনি কপূরের কন্যা) যখন আমাকে ‘ভাই’ বলে ডাকে, সেটা একদম অন্য। কিন্তু জাহ্নবী যখন ‘অর্জুন ভাইয়া’ বলে ডাকে, সেটা ভীষণ নতুন আমার কাছে, অস্বস্তি হয়। আমি কোনও দিন ওকে আর খুশিকে বলিনি যে আমাকে দাদা বলে ডাকো, সেটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে’

র্ষীয়ান অভিনেতা বনি কপূর ও তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী মোনা কপূরের দুই সন্তান অর্জুন কপূর এবং অংশুলা। কিন্তু বনি-মোনার সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে। তার পরে ১৯৯৬ সালে শ্রীদেবীকে বিয়ে করেন বনি। ১৯৯৭ সালে শ্রীদেবী ও বনির প্রথম কন্যা জাহ্নবীর জন্ম। তার তিন বছর পরে খুশির জন্ম হয়।

বড় হয়ে ওঠার পথে অর্জুনকে অনেক বাধা পেরতে হয়েছে। খুব ছোটবেলায় তাঁর বাবা তাঁদের ছেড়ে শ্রীদেবীকে বিয়ে করেছিলেন। সেই নিয়ে স্কুলের বন্ধুদের কাছে কটাক্ষ শুনতে হত। তার পরে অর্জুনের প্রথম ছবি ‘ইশকজাদে’ মুক্তি পাওয়ার আগেই তাঁর মা মোনা প্রয়াত হন। তাই আজও বাবার বিয়ে ও সৎ বোনেদের নিয়ে অস্বস্তি রয়েছে বলে সাফ জানিয়েছেন বলি অভিনেতা।

যেসব প্রসাধনী কেবল রাতে ব্যবহার করা উচিত

ত্বকের যত্নে সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর প্রসাধনী বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেন সবাই। তবে কোন পণ্য কখন ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেকক্ষেত্রেই তা ভালো ফলাফল দেয় না।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কেবল রাতে ব্যবহার করতে হয় এমন কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে জানানো হল।

রেটিনল: ত্বক পুনর্গঠন করতে রেটিনল উপকারী। এটা বলিরেখা, ব্রণ ও ত্বকের পিগমেন্টেইশন কমায়। তাই রাতে ব্যবহারের জন্য রেটিনল সমৃদ্ধ প্রসাধনী বেশি ভালো।

অনেকেই মনে করেন, রেটিনল ত্বককে সূর্যের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলে। কথাটা, আংশিক সত্যি। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ হল, সূর্যালোক রেটিনলের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। তাই দিনে রেটিনল সমৃদ্ধ পণ্য ব্যবহার কম কার্যকার হয়।

এক্সফলিয়েটিং অ্যাসিড: ত্বক এক্সফলিয়েট করতে ‘এএইচএ’ ও ‘বিএইচএ’ বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান। এগুলো ত্বকের ওপরের মৃত কোষ দূর করে। ফলে ত্বক স্বাস্থ্যকর ও সতেজ লাগে। বলা যায়, ত্বককে কোমল ও মসৃণ করতে এগুলো বেশ উপকারী।

গ্লাইকোলিক অ্যাসিড ও স্যালিসাইলিক অ্যাসড সমৃদ্ধ প্রসাধনী ব্যবহার ত্বকের সুরক্ষার স্তর দুর্বল করে ফেলে। এ ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার ত্বককে আলো, বাতাস ও তাপের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলে।

এসব কারণে এই ধরনের উপাদান সমৃদ্ধ প্রসাধনী রাতে ব্যবহার করা উচিত।

ফেইস অয়েল: প্রাকৃতিক ‘কোল্ড প্রেসড’ তেল পুষ্টির ভাণ্ডার যা ত্বককে মসৃণ করে। এগুলো ত্বকের সুরক্ষার স্তরকে মজবুত করে ও উজ্জ্বলতা বাড়ায়। অনেক ফেইস অয়েলের সঙ্গে ত্বকের জন্য উপকারী নানা রকমের ‘এসেনশল অয়েল’ যোগ করা হয়।

‘এসেনশল’ তেলে মিথোক্সিপসোরালেন থাকায় তা তাপ, ঘাম ও সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে এসে ত্বকে জ্বলুনির সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও ভারী তেল ত্বকে ময়লা ও ব্যাক্টেরিয়া আটকে রাখে। ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

যেকারণে এসব পণ্য রাতের জন্যই ভালো।

‘নাইট ক্রিম’ ও ‘স্লিপিং মাস্ক’: এই ধরনের ক্রিম অপেক্ষাকৃত ভারী ও সারা রাত ত্বককে পুনর্গঠন ও মসৃণ করতে পারবে এমনভাবে তৈরি করা হয়। ফলে সকালে ত্বক আর্দ, মসৃণ, টানটান ও সতেজ লাগে দেখতে। তবে দিনে এই ধরনের ক্রিম ব্যবহার ত্বকের তেল ও ঘামের নিঃসরণের ওপর প্রভাব রাখে। যা পরে লোমকূপ আবদ্ধ করে ফেলা ও ‘ব্রেকআউট’য়ের মতো সমস্যা সৃষ্টি করে।

সকালে নাস্তার আগে কফিগ্রহণের পার্শ প্রতিক্রিয়া

ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে ক্যাফেইন পড়লে মেজাজের ওঠা-নামার সম্ভাবনা বাড়ে। শরীর মন চাঙা করতে পানীয় হিসেবে কফির জনপ্রিয়তা বেশ। আর যারা কফি প্রেমী তাদের জন্য কথাই নেই।

তবে ঘুম থেকে উঠেই কোনো কিছু না খেয়ে কফি পানের রয়েছে একটি মাত্র পার্শ প্রতিক্রিয়া। আর তা হল কফিতে থাকা ক্যাফেইনের সঙ্গে কর্টিসোল হরমোনের বিক্রিয়া। এরফলে মন মেজাজের পরিবর্তন ঘটতে পারে দ্রুত। হাফিংটন পোস্টের প্রতিবেদন অনুসারে ইটদিস ডটকম জানায়, অনেকেই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পরই কফি পান করতে অভ্যস্ত। তবে বেশ কয়েকজন কফি প্রেমীদের অভিজ্ঞতা অনুসারে, কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর পান করলে উদ্বেগ ও ‘মুড সুয়িং’ নিয়ন্ত্রণ সহায়তা করে। আর সকালে দীর্ঘ সময় ধরে শক্তিও যোগায়।

প্রতিবেদনে এর কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় এভাবে, কফিতে থাকা ক্যাফেইনের সঙ্গে কর্টিসল হরমোনের সংঘর্ষের কারণে দেহ-মনে উদ্বেগ জাগাতে পারে। কারণ কর্টিসলের মাত্রা কমিয়ে দেয় ক্যাফেইন।

মানসিক চাপের কারণে কর্টিসোল হরমোন নিঃসরিত হয়।

তবে কর্টিসোল হরমোন ও অ্যাড্রিনালিন বা বৃক্করসের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠার ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত শক্তি যোগায় ও চনমনে ভাব রাখে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এটা দেহকে প্রাকৃতিকভাবে সচল করতে সহায়তা করে। যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ এবং ‘দ্য বিটার পিরিয়ড ফুড সলিউশন’ এর লেখক ট্রেসি লকউড বেকারম্যানের মতে, “কফি পান করার জন্য আরও একটি আদর্শ সময় রয়েছে; আর তা হল এই প্রভাব শেষ হওয়ার পরে কফি পান করা।’

ঘুমাতে যাওয়ার আগে একটি অভ্যাস বাদ দিতে পারলে চর্বি কমানোর মাত্রা বাড়াবে

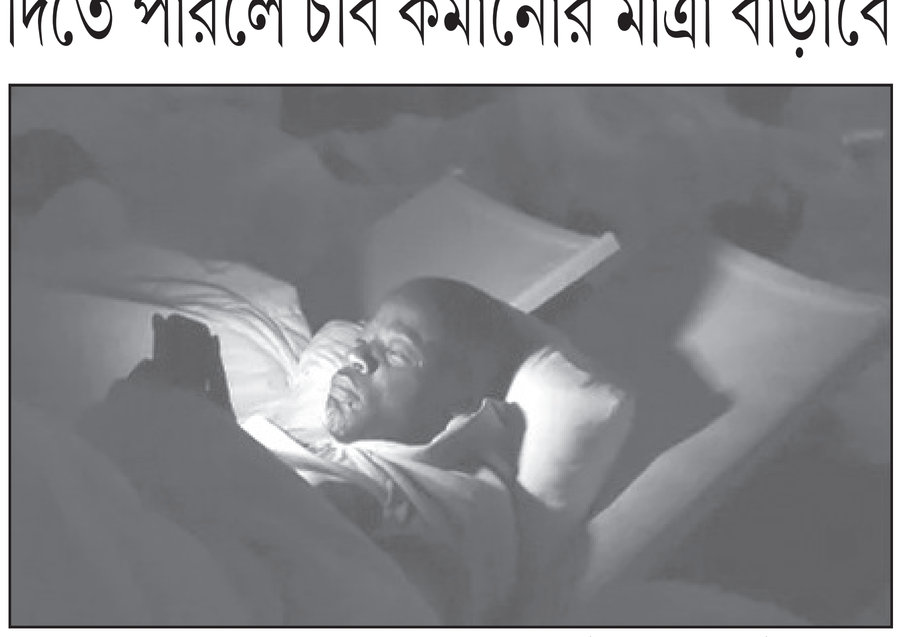

আর সেটা হল টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ব্যবহার অর্থাৎ ‘স্ক্রিন টাইম’ কমিয়ে ফেলা।

বর্তমান সময়ে সকালে ঘুম থেকে উঠে ইমেল দেখা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত টেলিভিশন দেখা- সারাদিনই কোনো না কোনোভাবে যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা হয়।

এই অভ্যাস কেবল ঘুম নয় বরং সার্বিক স্বাস্থ্য ও ওজনের ওপরেও প্রভাব ফেলে।

‘সায়েন্টিফির রিপোর্টস’ সাময়িকীতে ২০২১ সালে জুন মাসে এই বিষয়ের ওপর এক পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় দেখা যায়, যারা কৃত্রিম আলোর সংস্পর্শে থেকেছেন তাদের চর্বি পোড়ার ক্ষমতা কমেছে।

সমীক্ষায় ১০ জন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের ঘুমানোর চার ঘন্টা আগে ‘লাইট এমিটিং ডায়োড(এলইডি)’, ‘অর্গানিক লাইট ইমিটিং ডায়োড (ওএলইডি)’ বা ‘ডিম লাইট’য়ের মধ্যে থাকতে দেওয়া হয়। আর তাদের ‘মেটাবলিক চেম্বার’য়ের ভেতরে ঘুমাতে দেওয়া হয়।

পর্যবেক্ষণে গবেষকরা দেখেছেন যে, যারা এলইডি আলোর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের ঘুমাবার সময় মেদ পোড়ানো ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল।

জাপানের সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং গবেষণার জ্যেষ্ঠ লেখক কুম্পেই তোকুয়ামা’র দেওয়া বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে ইটদিস ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, “ওএলইডি আলোর সংস্পর্শে থাকা ঘুমের সময় শক্তি ব্যয় এবং দেহের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে বলে দেখা যায় গবেষণায়। এছাড়াও ওএলইডি’র তুলনায় এলইডি আলোর সংস্পর্শে থাকা ঘুমের সময় চর্বির জারণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল।”

তোকুয়ামার মতে, “রাতে ঘুমানোর আগে এই ধরনের যন্ত্র ব্যবহার ওজন কমাতে বাধা দেয়। এমনকি ধীরে ধীরে তা ওজন বাড়াতেও ভূমিকা রাখে।” যদিও এলইডি’র তুলনায় ওএলএডি আলো ঘুমের ওপর কম প্রভাব ফেলে। কারণ এতে শক্তি ব্যয় কম হয়। এটা ঘুমের ওপর প্রভাব কম ফেললেও পরে দীর্ঘমেয়াদী শরীরবৃত্তীয় পরিবর্তন আনে।

এই গবেষণাই প্রথম নয়, ২০১৯ সালে ‘জামা ইন্টার্নাল মেডিসিন’য়ে ৩৫ থেকে ৭৪ বছর বয়স্ক ৪৩,৭২২ জন নারীর ওপর করা গবেষণা প্রকাশিত হয়।

সেখানে দেখা যায়, যারা রাতে টেলিভিশন বা আলো জ্বেলে ঘুমায় তাদের ১৭ শতাংশের মাঝে স্থূলতার হার বেশি ছিল। আর গবেষণা শেষ হওয়ার আগে ১১ পাউন্ড ওজন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

‘জামার ইন্টার্নাল মেডিসিন’ গবেষণার লেখকরা স্বীকার করেছেন যে হালকা আলোর সংস্পর্শ এবং ওজন বৃদ্ধির মধ্যে সুনির্দিষ্ট যোগ সূত্রটি তাদের গবেষণা থেকে পরিষ্কার নয়।

‘ক্রোনবায়োলজি ইন্টারন্যাশনাল’য়ে প্রকাশিত ২০১৯ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, নীল আলো ঘুমের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এবং ওজন বাড়াতে ভূমিকা রাখে।

তাই ঘুমের মান উন্নত করতে ও স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ঘুমানোর আগে ‘ডিভাইস’ ও আলো থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন।

যখন তখন ওষুধ খাচ্ছেন পরিনাম জানেন তো!

আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। এদিক সেদিক আপনাকে দৌড়াতে হয়, শরীরের দিকে একমদই যত্ন হয় না। অনিয়ম আর বেখেয়ালে শরীর ভেঙে পড়তে থাকে, বিভিন্ন ব্যথা, জড়তা শরীরে বাসা বাঁধে। খাওয়া-ঘুম সময়মতো এবং পর্যাপ্ত হয় না বলেই শারীরিক সমস্যা চলতেই থাকে। সমস্যা হলো, ভুগতে ভুগতে ভাবলেন আপনি তো পিছিয়ে পড়ছেন। তখনই মনে হলো আপনার চিকিৎসা দরকার। চিকিৎসকের কাছে যেতে হলে সময় দরকার, টাকাপয়সাও খরচ করতে হবে। আর চিকিৎসক যে ওষুধ দেবে তা তো আপনিও জানেন। ফলে কী করলেন, নিজেই ফার্মেসি থেকে কিনে ইচ্ছামতো পাতাভরে ওষুধ খেয়ে ফেললেন। হয়ত সুস্থবোধ হলো, ফলাফলটা কী হলো সেটা কি ভাবলেন?এই যে না বুঝে শুনে ব্যথা হলে, জ্বর হলে, সর্দিকাশি বা উচ্চরক্তচাপে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই। যখন তখন যেকোনো ওষুধ খেয়ে বসলে রোগ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। একজন চিকিৎসকই ভালো করে বলতে পারবেন যে কোন ওষুধের কী কাজ, সেটা কাকে কখন দেওয়া যাবে। নিজে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই পার্শপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও বেশি। ব্যথার ওষুধ না জেনে খেলে শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই ওষুধই কখনো বিষ হয়ে ধরা দেবে, টের পাবেন না।কী কী সমস্যা হতে পারেআমরা ভাবি ভিটামিন ”এ” বা কৃমির ওষুধ নিজে থেকে খেলে বুঝি কিছু হয় না। কিন্তু এগুলোর মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।মোটা হয় না বলে অনেকেরই অনেক কষ্ট থাকে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড ওষুধ খান অনেকে। এর ফলে মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে (কর্টিসল হরমোনের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যা) আক্রান্ত হন। এটা বয়ে বেড়াতে হয়। আবার হুট করে চিকিতসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করে দিলেও অনেক বিপদ হতে পারে।গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আন্দাজে দিনের পর দিন ওষুধ খেয়েই চলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওমিপ্রাজল না বুঝে এক বছরের বেশি খেলে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও সমস্যা করতে পারে। আলসার, ডায়রিয়ার মতো সমস্যা বেশি হয় আপনার অজান্তেই।জ্বর-সর্দি আর গায়ে ব্যথায় প্যারাসিটামল সবাই খায়। প্যারাসিটামলের মূল নাম এসিটামিনোফ্যান, বড় কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু যখন তখন বেশি করে খেলে এটি যকৃত অকার্যকর করে দিতে পারে। যাদের আগে থেকে যকৃতে সমস্যা আছে, মদ্যপান বেশি করেন, অন্যান্য ওষুধ খান- তাঁদের জন্য এই প্যারাসিটামল বিপর্যয় আনতে পারে। বিভিন্ন ব্যথার রোগীরা নিয়মিত ব্যথানাশক খান। এতে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যথানাশকে পাকস্থলীর আলসার হয়, রক্তক্ষরণও হতে পারে।হাড় ক্ষয় কমাতে আর হাড় মজবুত করতে ক্যালসিয়াম খাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু ক্যালসিয়াম দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে, কিডনিতে পাথরও হতে পারে।আবার এমন অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো না বুঝে খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়াও এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলো না জেনে খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।মাথায় রাখুন কিছু বিষয়১. বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায়, লিভার বা কিডনির রোগে) সাধারণ ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিতসকের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময়ে আগে মেয়াদ দেখে নিন।২. চিকিতসক ওষুধের যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ খেতে হবে, সেটা কতক্ষণ পরপর, কতদিন খেতে হবে, খাবার আগে না পরে খাবেন) তা মেনে ওষুধ খাবেন। ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও সেটা অন্য কোথাও আপনার বোঝার সুবিধার্থে সহজ করে লিখে রাখুন। অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে থেকে ওষুধের কোনো মাত্রাই পরিবর্তন করবেন না।৩. অনেকে একবার চিকিতসকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বার বার সেটা দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ যতদিন খেতে বলা হয়েছে, ততদিনই খাওয়া যাবে। আবার সেই একই অসুখ হলেও ঐ ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।৪. সামান্য রোগে উতলা হয়ে ব্যথা বা যন্ত্রণা কমাতে ওষুধ খেয়ে নেবেন না। আর রোগ সেরে গেছে ভেবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। সুস্থ হয়ে গেলেও ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে চিকিতসকের পরামর্শ নিন।৫. একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিক বা অন্যান্য পদ্ধতির চিকিতসা চললে তা চিকিতসককে অবশ্যই জানাবেন। আর যে ওষুধ যেভাবে সংরক্ষণ করতে বলা হবে, সেভাবেই করবেন। ফ্রিজে বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উল্লেখ করে দিলে সেভাবেই রাখবেন।৬. ফার্মেসিতে অনেক সময় প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য কোম্পানি বা একই ধরনের ওষুধ দিয়ে দেন। এটা কখনই মেনে নেবেন না। চিকিতসক যা দেবে, আপনি সেটাই কিনবেন।

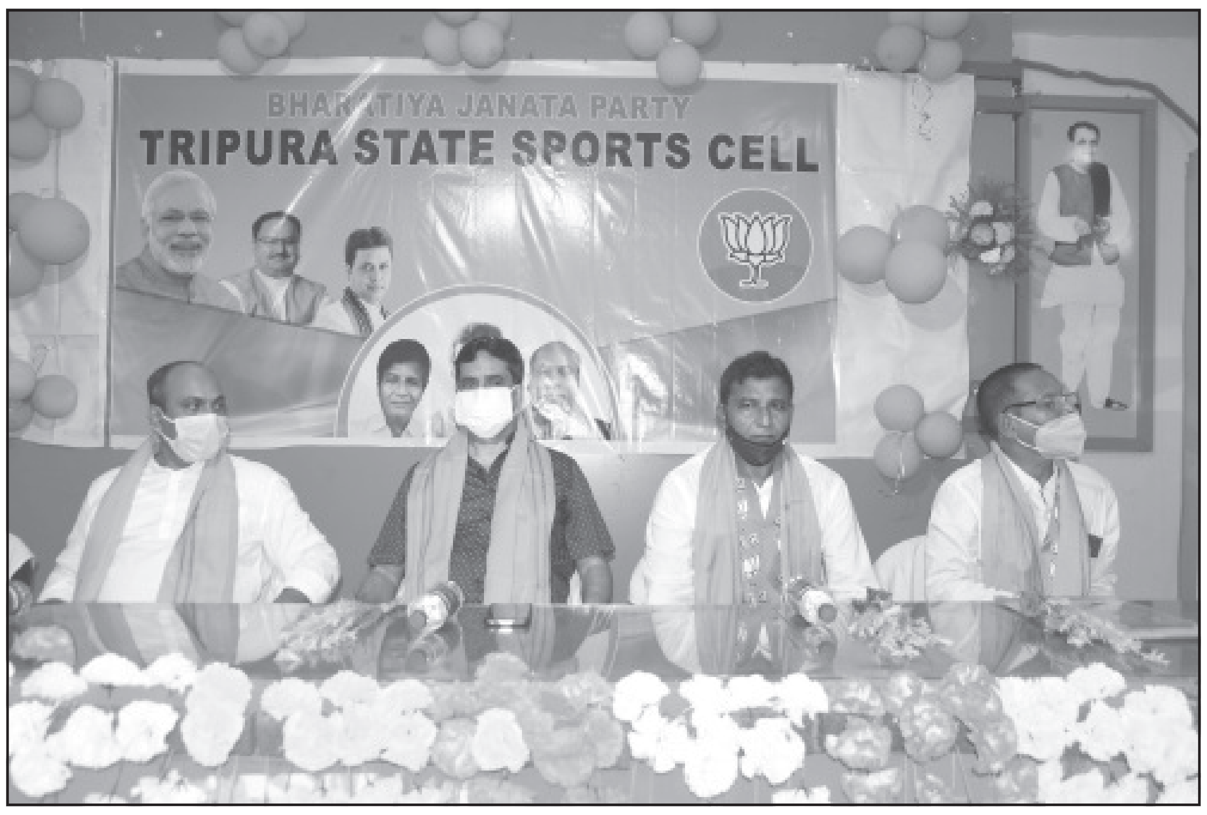

বিজেপি স্পোর্টস সেল উদ্যোগে আগরতলায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

যাত্রী সমস্যায় সমাধান, ''রেল মদদ'' আনল ভারতীয় রেল

নয়া দিল্লি, ৭ আগস্ট (হি. স.) : একাধিক সমস্যার এক সমাধান, যাত্রীদের জন্য ''রেল মদদ'' হেল্পলাইন আনল ভারতীয় রেল। অতীতের সব হেল্পলাইন জুড়ে দেওয়া হয়েছে নতুন নম্বরে। ফলে বিপদে পড়লে ''১৩৯'' নম্বর ডায়াল করলেই মুক্তি।

ভারতীয় রেলের তরফে জানানো হয়েছে, অতীতে সুরক্ষা, অভিযোগ ও তথ্য জনার জন্য আলাদা আলাদা নম্বরে যোগাযোগ করতে হত যাত্রীদের। এবার থেকে ''১৩৯'' নম্বরে ফোন করলেই সব সমাধান সম্ভব। হিন্দি, ইংরেজি ছাড়াও মোট ১২টি ভাষায় রেলের নতুন হেল্পলাইনে কথা বলতে পারবেন যাত্রীরা। রেলের দাবি, এর মাধ্যমে একাধারে অভিযোগ, পরামর্শ ছাড়াও সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ''রেল মদদ'' থেকে জানাতে পারবেন তাঁরা। ২৪ ঘণ্টা পাওয়া যাবে এই যাত্রী পরিষেবা।

তবে শুধু হেল্পলাইন নম্বরই নয়, বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে যাত্রীদের ''রেল মদদ'' পরিষেবা দেবে ভারতীয় রেল। সেক্ষেত্রে ওয়েবসাইট, অ্যাপ, এসএমএস, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ''রেল মদদ'' পাবেন যাত্রীরা। ১ সুরক্ষা ও মেডিক্যাল সাহায্যের জন্য যাত্রীদের ১ টিপতে হবে। সেক্ষেত্রে কল সেন্টারের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারবেন তাঁরা।

২ কিছু জানতে হলে ২ টিপতে হবে যাত্রীদের। সেখানে সাব মেনুতে, পিএনআর স্ট্যাটাস, ট্রেনের আসা যাওয়ার সময়, ভাড়া, টিকিট বুকিং, টিকিং বাতিল সংক্রান্ত যাবতীয় সাহায্য পাওয়া যাবে। এখানেই শেষ নয়। ২-এর সাব মেনুতেই ''ওয়েক-আপ অ্যালার্ম'', ''ডেস্টিনেশন অ্যালার্ট'', খাবার অর্ডার, হুইল চেয়ার পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

৩ সাধারণ অভিযোগের জন্য যাত্রীদের ৪ নম্বর টিপতে হবে।

৪ পাহারা সংক্রান্ত সমস্যা হলে ৫ টিপতে হবে। ৫ পার্সেল বা পণ্য সম্পর্কিত কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ৬ টিপলেই পাওয়া যাবে সমাধান। ৬ আইআরসিটিসির ট্রেন পরিষেবা সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন থাকলে ৭ টিপতে হবে।

৭ অভিযোগের স্ট্যাটাস জানতে ৯ টিপতে হবে।

৮ সরাসরি কল সেন্টারের সঙ্গে কথা বলতে যাত্রীদের * (অ্যাস্টেরিস্ক) চাপ দিতে হবে।

টিকা না নেওয়া করোনা জয়ীদের দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, দাবি মার্কিন গবেষণায়

ওয়াশিংটন, ৭ আগস্ট (হি.স.): ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে মার্কিন স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে ফের একবার সাধারণ মানুষকে অনুরোধ জানানো হয় করোনা টিকা নেওয়ার। সেই সঙ্গে সতর্কও করা হল। মার্কিন গবেষণায় বলা হয়েছে, টিকাপ্রাপ্তদের তুলনায় যারা টিকা নেননি, তাদেরই দ্বিতীয়বার করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শুক্রবার এমনটাই জানানো হল আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের তরফে। ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে মার্কিন স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে ফের একবার সাধারণ মানুষকে অনুরোধ জানানো হয় করোনা টিকা নেওয়ার। যারা আগে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাদের মধ্যেও টিকা ঘিরে যে চরম অনীহা দেখা দিয়েছে, সেই বিষয়েও সিডিসির তরফে বলা হয়, "অনেকেই পূর্বে করোনা সংক্রমিত হওয়ায় দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে গিয়েছে, এই ভেবে টিকা নিতে চাইছেন না। কিন্তু গবেষণায় দেখা গিয়েছে পূর্বে করোনা সংক্রমিকৃতদেরও একটি নির্দিষ্ট সময় বাদে টিকার প্রয়োজন।"

কেনটাকিতে ২৪৬ জন করোনা আক্রান্ত, যারা প্রথমবার ২০২০ সালের মে মাসে এবং দ্বিতীয়বার চলতি বছরের জুন মাসে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাদের উপর গবেষণা চালানো হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সম্পূর্ণ টিকাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তুলনায় ২.৩৪ গুণ বেশি সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যারা টিকা নেননি, তাদের মধ্যে। গবেষণায় আরও জানানো হয়েছে, সংক্রমণের পর দেহে করোনার বিরুদ্ধে কতটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, তা নিয়ে এখনও সঠিক ধারণা নেই এবং নতুন নতুন ভারিয়েন্টের প্রভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও প্রভাবিত হতে পারে। এই গবেষণায় একটিই খামতি রয়ে গিয়েছে, তা হল আমেরিকায় ডেল্টা প্রজাতির সংক্রমণ শুরুর আগেই এই গবেষণা করা হয়েছিল।

আগামী ১৬ মাসের মধ্যে ডিমা হাসাও জেলার প্রস্তাবিত পলিটেকনিক কলেজের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ গৌহাটি হাইকোর্টের

হাফলং, ৭ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ২০২২ সালের মধ্যে ডিমা হাসাও জেলার ছোটওয়াপুতে প্রস্তাবিত পলিটেকনিক কলেজের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে গৌহাটি হাইকোর্ট। ডিমাসা ন্যাশনাল কাউন্সিল নামের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে গত দু-বছর আগে গৌহাটি হাইকোর্টে এক জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল। এই মামলার শুনানি গ্রহণ করে লোকনির্মাণ (পূর্ত) (বিল্ডিং) বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে গুয়াহাটি হাইকোর্ট ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ছোটওয়াপুতে পলিটেকনিক কলেজের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ জারি করেছে।

উল্লেখ্য, হাফলং সদর শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ছোটওয়াপুতে ২০১২ সালে রাজ্যে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার রাজ্যের ১১টি জেলার সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলায় পলিটেকনিক কলেজ স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিয়েছিল। ২০১২ সালেই ছোটওয়াপুতে এই পলিটেকনিক কলেজ স্থাপনের জন্য তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। ২০১৪ সালের ১৭ অক্টোবর উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বর্তমান মুখ্য কার্যনির্বাহী তথা তৎকালীন পার্বত্য পরিষদের সদস্য দেবোলাল গারলোসা প্রস্তাবিত পলিটেকনিক কলেজের শিলান্যাস করেছিলেন। তার পর কাজ শুরু হয়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে গত সাত বছরে ছোটওয়াপুতে পলিটেকনিক কলেজের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়নি। ২০১৪ সালে প্রস্তাবিত পলিটেকনিক কলেজের নির্মাণকাজের দায়িত্ব পায় পিকে অ্যাসোসিয়েট নামের এক ঠিকাদার সংস্থা। কিন্তু গত সাত বছরে ওই ঠিকাদার সংস্থা শুধু আরসিসি খুঁটি নির্মাণ করেই এক কোটি ২৩ লক্ষ টাকার বিল তুলে নেয়। বর্তমানে আগাছায় ভরে গেছে পুরো এলাকা। এমনকি বন্ধ রয়েছে পলিটেকনিক ভবন নির্মাণের কাজ। তা দেখে বাধ্য হয়ে ডিমাসা ন্যাশনাল কাউন্সিল দু-বছর আগে গৌহাটি হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে। ওই মামলার শুনানি শেষে গত ৪ আগস্ট গৌহাটি হাইকোর্ট আগামী ১৬ মাসের মধ্যে ছোটওয়াপুতে পলিটেকনিক কলেজের ভবন নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেয় লোকনির্মাণ বিভাগকে।

এ প্রসঙ্গে ডিমাসা ন্যাশনাল কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মিহির লাংথাসা বলেন, ডিমা হাসাও জেলার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে তাঁরা গৌহাটি হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন। কারণ ডিমা হাসাওয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য এখন বাইরে যেতে হচ্ছে। এই অবস্থায় ছোটওয়াপুতে পলিটেকনিক কলেজ নির্মাণ হলে জেলার ছাত্রছাত্রীদের আর বাইরে যেতে হবে না, এখানেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা। তবে এই জয় ডিমাসা ন্যাশনাল কাউন্সিলের নয়, এই জয় জেলার মানুষের, মন্তব্য মিহির লাংথাসার। তিনি বলেন, আগামী দিনেও জেলার উন্নয়নের স্বার্থে তাঁদের সংগঠন লড়াই অব্যাহত রাখবে।

হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / সমীপ

দিল্লিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল দো-তলা বহুতল, আহত দু''জন

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি দো-তলা বহুতল। শনিবার দুপুরে উত্তর-পূর্ব দিল্লির নন্দ নগরী এলাকার অটো মার্কেটে ভেঙে পড়ে একটি দো-তলা বহুতল। ভগ্নস্তূপের নীচ থেকে ৩ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুর দেড়টার কিছুক্ষণ আগে ভেঙে পড়ে বহুতলটি। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। ওই বিল্ডিংয়ের নীচে কয়েকটি দোকানও ছিল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের নীচে ৪ জন চাপা পড়েন। আহত অবস্থায় তাঁদের মধ্যে ৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষজনকে একজনকে উদ্ধার করেন, দু''জনকে উদ্ধার করেন দমকল কর্মীরা। দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই বিল্ডিংয়ের মালিক ধানি রাম পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ওই বাড়িতে থাকতেন। আহতদের নাম-ধানি রাম (৬৫), তাঁর স্ত্রী আনারো দেবী (৬৫) ও রাজকুমার (৬৪)। তাঁদের জিটিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

করোনার প্রকোপ মুক্ত হল না আফগানিস্তান, ১০ বেড়ে মোট মৃত্যু ৬,৯০৮

কাবুল, ৭ আগস্ট (হি.স.): দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা নিম্নমুখী হলেও, এখনই করোনার প্রকোপ থেকে মুক্তি পায়নি আফগানিস্তান। বিগত ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ২১৮ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। নতুন করে ১০ জনের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে করোনা-আক্রান্ত মোট ৬,৯০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আফগানিস্তানে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ২১৮ জন। সব মিলিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,৫০,৪৫৮।

শনিবার আফগানিস্তানের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আফগানিস্তানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৬,৯০৮-এ পৌঁছেছে এবং ২১৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ১,৫০,৪৫৮-এ। আফগানিস্তানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ২,৪৭৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরে কুখ্যাত দুই ড্রাগস কারবারি পুলিশের জালে, বাজেয়াপ্ত বহু নেশাদ্রব্য

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার খারুয়াবান্ধা থানা এলাকার খারুয়াবান্ধায় আজ শনিবার এক অভিযান চালিয়ে দুই ড্রাগস কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণের নেশাদ্রব্য।

জানা গিয়েছে, এক গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আজ বিকেল আনুমানিক চারটে নাগাদ খারুয়াবান্ধা থানার পুলিশ বাহিনী খারুয়াবান্ধা বাজার সংলগ্ন পুরাতন সিনেমা হলের পাশে অভিযান চালায়। অভিযানে পুলিশ সেই স্থান থেকে দুই ড্রাগস কারবারিকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে পুলিশ ১,০০০টি ডব্লিউ ওয়াই ব্র্যান্ডের ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে। খারুয়াবান্ধা পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনকেই গ্রেফতার করেছে। ধৃত কুখ্যাত ড্রাগস ব্যবসায়ীদের খারুয়াবান্ধা থানাধীন খারুয়াবান্ধা গ্রামের প্রয়াত আব্দুল সহিদ শেখের ছেলে গোলাম মোস্তাফা (৩৭) এবং প্রয়াত সন্দেশ আলির ছেলে হাবিজ উদ্দিন (৪২) বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত দুই ড্রাগস কারবারি দীর্ঘদিন থেকে নেশা জাতীয় ট্যাবলেট সহ অন্যান্য ড্রাগসের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এ-সব ড্রাগস মেঘালয়ে পাচার করতে বাড়ি থেকে বেরোনোর কিছুক্ষণ পরই পুলিশ এই দুজনকে আটক করেছে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার একদিকে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতি সীমানা, আর অন্যদিকে রয়েছে অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমান্ত। এই সুযোগ নিয়ে ড্রাগস কারবারিরা জেলা থেকে মেঘালয় এবং বাংলাদেশে পাচার করে থাকে।

বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি রাজস্থানে, সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন ওম বিড়লা

জয়পুর, ৭ আগস্ট (হি.স.): অবিরাম বৃষ্টির জেরে, বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাজস্থানের কোটা জেলায়। কোটা জেলার সাঙ্গড় ও খানপুর সবথেকে বেশি বন্যা কবলিত। চারিদিকে শুধু জল আর জল! শনিবার আকাশপথে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন লোকসভার স্পিকার ও কোটা-বুন্দি লোকসভার আসনের সাংসদ ওম বিড়লা। প্রথমে আকাশপথে সাঙ্গড় শহরের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন ওম বিড়লা। তিনি বলেন, 'বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভীষণ খারাপ পরিস্থিতি। হাড়োতিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে।'

পরে বোটে চেপে সাঙ্গড় শহরের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন ওম বিড়লা। বিড়লা জানিয়েছেন, 'কিছু প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। ক্ষয়ক্ষতির সার্ভে করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে আমি বলেছি। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।'

অসমে নেনো ইউরিয়া আমদানি প্রক্রিয়ার ভার্চুয়াল ফ্ল্যাগঅফ মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : এই প্রথম অসমে আসছে নেনো ইউরিয়া। আজ গুজরাট থেকে আমদানি প্রক্রিয়ার ভার্চুয়াল শুভারম্ভ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শনিবার জনতা ভবনে তাঁর কার্যালয়ের সভাকক্ষে কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জয়ন্তমল্ল বরুয়া এবং গুজরাট-ভিত্তিক নেনো ইউরিয়া প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড (ইফকো)-এর পদাধিকারীদের সঙ্গে নিয়ে আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে পতাকা নেড়ে আমদানি প্রক্রিয়ার শুভারম্ভ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষকদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ভারত সরকার কেবলমাত্র ইউরিয়ার জন্য ভরতুকি বাবদ ৫৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। নেনো ইউরিয়ার উদ্ভাবন হওয়ায় রাজকোষের মোটা অঙ্কের টাকা সাশ্রয় হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। ড় শর্মা বলেন, গোটা বিশ্বের মধ্যে ইফকো নেনো ইউরিয়া টেকনোলজি উদ্ভাবন করেছে, যা কৃষিখেতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরম্পরাগত ইউরিয়া থেকে অধিক শক্তিশালী বিকল্প হয়ে উঠবে।

পাথারকান্দিতে ড্রাগস সহ এক যুবককে ধরে পুলিশে সমঝে দিলেন জনতা

পাথারকান্দি (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : ড্রাগস সহ এক যুবককে ধরে থানায় সমঝে দিয়েছেন স্থানীয় সচেতন জনতা। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন দোহালিয়ার। তার হেফাজত থেকে ড্রাগসে ১২টি কৌটা উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতকে দোহলিয়া প্রথম খণ্ডের অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী সীতাংশু দেবের ছেলে রাহুল দেব বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ড্রাগস সহ তাকে ধরে পাথারকান্দি থানায় সমঝে দিয়েছেন জনতা।

জানা গেছে, রাহুল দেব সর্বনাশা ড্রাগস-আসক্ত যুবক। দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগসের নেশায় বুঁদ থাকে। বহুদিন ধরে তার উপদ্রবে এলাকার জনগণ অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। কেবল এলাকাবাসীই নয়, তার বাড়ির লোকজনও তাকে নিয়ে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে আজ শনিবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ হাতেনাতে তাকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা।

বিষয়টি সম্পর্কে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার এএসআই বুলবুল শইকিয়া জানান, ধৃত রাহুলের হেফাজত থেকে যে পরিমাণ ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তাতে তাকে জেল হাজতে পাঠানো যাবে না। তাঁর ব্যাখ্যা, মূলত সে ড্রাগস-আসক্ত। সে ড্রাগস পাচার বা কারবারের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা আগে জানতে হবে। তা ছাড়া ড্রাগস সে কার কাছ থেকে সংগ্রহ করে সে সম্পর্কে তথ্য জানতে পুলিশ তাকে জেরা চালিয়ে যাচ্ছে। তদন্ত-সাপেক্ষে তাকে নেশামুক্তি কোনও সংগঠনের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন এএসআই শইকিয়া।

কালাইনছড়া চা-বাগান থেকে উদ্ধার কয়লাবাহী লরি, দিগরখালে আটক চারটি ট্রাক

দিগরখাল (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী দিগরখালের বহুচর্চিত ত্রিস্তরীয় কমপ্যাক্ট গেটে অবৈধ ব্যবসায়ী সিন্ডিক্যাট ও দালালদের টেক্কা দিতে তৎপর হলেন এমভি আধিকারিকরা। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকদের অভিযানে পার্শবর্তী কালাইনছড়া চা বাগানে হানা দিয়ে আটক করা হয়েছে অবৈধ কয়লাবাহী ট্রাক। এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকদের অভিযানে দিশাহারা হয়ে বাগানের ফাঁড়ি রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যায় কয়েকটি কয়লাবাহী লরি। বাগানের রাস্তা ধরে পালানোর চেষ্টা করে বিআর ২৭ জি ৬২২১, এমএল ১০ সি ৪৫২৮, এএস ০১ জিসি ০৯৪৯ এবং টিআর ০১ বি ১৬১৩ নম্বরের কয়লাবাহী লরিগুলি। পরে এনফোর্সমেন্ট কর্মীরা পিছু ধাওয়া করে এই লরিগুলি উদ্ধার করে ত্রিস্তরীয় কমপ্যাক্ট গেটের সামনে নিয়ে আসেন। বর্তমানে চারটি কয়লাবাহী লরি আটক রয়েছে দিগরখাল কমপ্যাক্ট গেটের সামনে। ইদানীং রাতের অন্ধকারে দালাল সহযোগে লরি পারাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে সিন্ডিক্যাট চক্র। দিগরখালের ত্রিস্তরীয় চেকিং ব্যবস্থাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দালালদের সহযোগে মাফিয়াচক্রের বাড়বাড়ন্তে নাজেহাল হতে হচ্ছে এমভি আধিকারিকদের। একাংশ পুলিশ কর্মীর প্রচ্ছন্ন মদতেও দালালদের দাপাদাপি বেড়েছে বলে অভিযোগ। কমপ্যাক্ট গেটে নিয়োজিত পুলিশ কর্মীদের প্রতিটি লরি আটক করার কথা। তার পর এমভি এনফোর্সমেন্ট ও জিএসটি আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট লরি ও সামগ্রীর নথিপত্র খতিয়ে দেখে গড়মিল পাওয়া গেলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্বপালন করেন। কিন্তু দফায় দফায় তিন তিনটি বিভাগের আধিকারিকরা কর্তব্যরত থাকার পরও দেদার গতিতে প্রায় প্রতি রাতে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ওভারলোডেড কয়লাবাহী লরি প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে কীভাবে? এই সব প্রশ্ন তুলছেন সচেতন জনতা। শুক্রবার রাতের অন্ধকারে কম করেও পাঁচটি কয়লাবাহী লরি কমপ্যাক্ট গেট অতিক্রম করে বরাকে প্রবেশ করেছে বলে ওয়াকিবহাব মহলের দাবি। তবে নানা কানাঘুঁষোর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় দুটি কয়লাবাহী লরি আটক করতে সক্ষম হয়েছেন পরিবহণ বিভাগের এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকরা। পরিবহণ বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টর আব্দুল রেজ্জাক জানান, বৃহস্পতিবার রাতের ভারী বৃষ্টিতে ভিজে লরিতে তল্লাশি চালিয়ে এএস ০১ জিসি ০৯৪৯ নম্বরের ওভারলোডেড কয়লাবাহী লরিটি আটক করতে সক্ষম হয়েছেন এমভি আধিকারিকরা। লরিটিতে নির্ধারিত পরিবহণ ক্ষমতার চেয়ে ১৪ মেট্রিক টন ওজন বেশি ছিল। তাই স্বাভাবিক নিয়মে ওভারলোডের জরিমানা হিসেবে ২০ হাজার এবং আরও অতিরিক্ত ১৪ মেট্রিক টন ওজনের ২৮ হাজার মিলে ৪৮ হাজার পেনাল্টির জরিমানা ধার্য করে চালান কাটা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য নথিপত্রের গড়মিলের জন্য আরও আলাদা জরিমানা করা হয়েছে কয়লাবাহী লরিটিকে। তিনি আরও জানান, টিআর ০১ বি ১৬১৩ নম্বরের কয়লাবাহী লরিটি আটক করা হয়েছে শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ। তবে এই লরিটিতে ভুয়ো নম্বরপ্ল্যাট লাগানো রয়েছে বলে জানান এইই আব্দুল রেজ্জাক। তদন্তপ্রক্রিয়া চলছে। লরিটি ওয়েব্রিজে ওঠানোর পর ওভারলোডের যথার্থ পরিমাণ জানা যাবে বলে দাবি করেন তিনি।

ভ্যাকসিনের নামে বিজেপি যুবমোর্চা কোনও অর্থ সংগ্রহ করছে না, স্পষ্টীকরণ

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : ভ্যাকসিনের নামে বিজেপি যুবমোর্চা অর্থ সংগ্রহ করছে। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের এই অভিযোগের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে করিমগঞ্জ জেলা যুবমোর্চা। মোর্চার জেলা সভাপতি অমিত পাল বিধায়কের এহেন ঘৃণ্য মন্তব্যের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। অমিত বলেন, ভ্যাকসিনের নামে যুবমোর্চা অর্থ সংগ্রহ করছে, এর কি কোন প্রমাণ আছে বিধায়কের কাছে? কোনও প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের মন্তব্য করে বিধায়ক পদের প্রতি সুবিচার করেননি কমলাক্ষ। দায়িত্বপূর্ণ একটি পদে থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে বিধায়কের মতো একটি সম্মানজনক পদকে কলুষিত করেছেন তিনি। তাই সত্যতা যাচাই না করে আগামীতে কোনও ধরনের তথ্য ও প্রমাণ ছাড়া শিশুসুলভ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অমিত পাল।

এ ব্যাপারে আজ শনিবার সকালে যুব মোর্চার সভাপতি অমিত পাল এবং শহর মণ্ডল সভাপতি কিশোর দের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলা স্বাস্থ্য যুগ্ম অধিকর্তা ডা. অনুপকুমার দৈত্যারি ও করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের সুপার অরুণাভ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা স্বাস্থ্য বিভাগের উভয় কর্তার কাছে দাবি রাখেন, বিধায়ক কমলাক্ষের উত্থাপিত অভিযোগের যে বাস্তবে কোনও ভিত্তি নেই তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য। জেলার সাধারণ জনগণের কাছে বিধায়ক কমলাক্ষ একটি ভুল ম্যাসেজ পাঠাতে চাইছেন। যুব মোর্চা ভ্যাকসিনেশনের নামে কোনও অর্থ সংগ্রহ করছে না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিয়মানুসারে নাম নথিভুক্তির জন্য পাঁচ টাকা করে সংগ্রহ করছেন। এই অর্থ সংগ্রহের সঙ্গে যুব মোর্চা কোনওভাবেই জড়িত নয়। এই বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জেলাবাসীকে অবগত করতে স্বাস্থ্য বিভাগের দুই পদস্থ কর্তা ডা. অনুপকুমার দৈত্যারি এবং ডা. অরুণাভ চৌধুরীর কাছে দাবি রাখেন যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অমিত পাল ও শহর মণ্ডল সভাপতি কিশোর দে। পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অমিত পাল তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, অযথা যুব মোর্চাকে বদনাম করতে বিধায়ক কমলাক্ষ এমন আলটপকা মন্তব্য করছেন। সাংবিধানিক পদমর্যাদার প্রতি সামান্যতম খেয়াল না করে এমন শিশুসুলভ মন্তব্য বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের মুখে বড়ই বেমানান। অমিত আরও বলেন, কংগ্রেস নামে একটা রাজনৈতিক দল যে এখনও আছে, এর অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে কমলাক্ষ ওলটা-পালটা মন্তব্য করে প্রচারের আলোয় থাকার চেষ্টা করছেন মাত্র। বর্তমানে সমগ্র দেশের সঙ্গে রাজ্য রাজনীতিতেও নেতৃত্বহীন কংগ্রেসকে দলের হাল ধরতে কমলাক্ষের মতো নেতার উপরও ভরসা করতে হচ্ছে বলেও কটাক্ষ করেন জেলা যুব মোর্চার সভাপতি অমিত পাল। নেতৃত্বহীন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে যে পদটি উপহার পেয়েছেন, তা টিকিয়ে রাখতেই কমলাক্ষবাবু তথ্য প্রমাণ ছাড়া এমন শিশুসুলভ মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছেন বলেও উপহাস করেন যুব মোর্চার সভাপতি।

বিনা লড়াইয়ে জারঞ্জ শহরের দখল নিন তালিবান

কাবুল, ৭ আগস্ট (হি.স.): আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা ফিরে যেতেই তালিবানদের দুরন্ত গতি অব্যাহত। একের পর এক এলাকা দখল করে চলেচে তালিবান। শুক্রবার বিনা বাধায় নিমরোজ প্রদেশের রাজধানী জারঞ্জ শহরের দখল নিয়েছে তালিব বাহিনী। প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর রোহ গুল খয়েরজাদ নিজেই সংবাদমাধ্যমকে এ কথা জানিয়েছেন।

খয়েরজাদ শনিবার বলেন, "ইরান সীমান্তের অদূরে দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানের শহরটি কার্যত বিনা লড়াইয়ে তালিবান দখল করেছে।" নেটমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি এবং ভিডিয়োয় তালিবান জঙ্গিদের ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে জারঞ্জের রাস্তায়। সরকারি সূত্রের খবর, তালিবান বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিতেই কার্যত বিনা যুদ্ধে পালিয়ে যায় শহর রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত আফগান সেনা।

মে মাসের শেষ পর্বে আমেরিকা সেনা আফগানিস্তান ছাড়া শুরু করতেই দেশের বিভিন্ন এলাকার দখল নিতে শুরু করেছে তালিবান। বিশেষ ভাবে ইরান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমানিস্তান এবং পাকিস্তান সীমান্ত ঘেঁষা শহরগুলি বিশেষ ভাবে নিশানা করেছে তারা। সীমান্তবর্তী এই শহরগুলি আফগানিস্তানের জাতীয় আয়ের অন্যতম উৎস। তাই এগুলোকেই জঙ্গিরা বিশেষ ভাবে নিশানা করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধ পর্বে এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রাদেশিক রাজধানী দখল করল তালিবান। সম্প্রতি তালিবান মুখপাত্র জবিউল্লা মুজাহিদ দাবি করেছেন, তাঁরা এখন উত্তর আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই-শরিফেরও উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত, আফগানিস্তানের ওই পঞ্চম বৃহত্তম শহর থেকে ইতিমধ্যেই কনস্যুলেট সরিয়ে নিয়েছে ভারত।

এলাকা দখলের পাশাপাশি ব্যক্তিহত্যাও চলছে সমানতালে। শুক্রবার কাবুলের 'ইনফরমেশন মিডিয়া সেন্টার'-এর ভিতরে ঢুকে সরকারি সংবাদ সংস্থার ডিরেক্টর দাওয়া খান মেনাপলকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। তার আগে বুধবার আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিসমিল্লা খান মোহাম্মদির বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল চার ফিদায়েঁ তালিবান জঙ্গি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে রবিবার কলকাতায় শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে আয়োজিত হবে বিশেষ অনুষ্ঠান 'বাইশে শ্রাবণ'। এর আগে আরও কয়েকটি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের অন্যতম ডিরেক্টর রূপক সাহা সহ বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক এবং নাট্য ব্যক্তিরা।

'পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও' কর্মসূচি বিজেপির

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের 'মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে, তৃণমূলী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে' রাজ্য বিজেপি আগামী ৯ আগস্ট থেকে সপ্তাহব্যাপী 'পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও কর্মসূচি' আয়োজন করবে।১৬ অগস্ট রাজ্য সরকারের "খেলা হবে" দিবসের পাল্টা "পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও সপ্তাহ" পালনের ডাক দিয়েছে বিজেপি। এ প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, "১৬ অগাস্ট পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও দিবস পালন করতাম আমরা। তবে এবারে পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও সপ্তাহ পালন করব।বিজেপি সূত্রে শনিবার জানানো হয়েছে, ৯ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও সপ্তাহ পালিত হবে। ৯ তারিখ ভারত ছাড়ো দিবস রয়েছে। ঐতিহাসিক দিন।

বক্সনগরের সমাজসেবী আলী আজগর প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৭ আগস্ট।। সোনামুড়া মহকুমার মধ্যে আলী আজগর নামটি খুবই পরিচিত।১৯৪৩ সালে বক্সনগর মঠ বাড়িতে জন্ম হয়ে ছিল আলী আজগরের। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবী। দীর্ঘ আট মাস ধরে দুরারোগ্য ফুসফুসে ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। গতকাল রাত আটটা বিশ মিনিটে আলী আজগর নিজ বসভবনে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেছে ।তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেন। মৃত্যু কালে উনার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, তিন পুএ এক কন্যা এবং আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

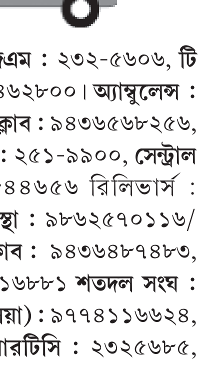

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাকিস্তানে সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে হামলায় গ্রেফতার ২০ আটক ১৫০ জন সন্দেহভাজন

ইসলামাবাদ, ৭ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানে সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে ভাঙচুরের ঘটনায় সেদেশের সুপ্রিম কোর্টের কড়া অবস্থানে নড়েচড়ে বসল পাক প্রশাসন। মন্দির ভাঙচুরের ঘটনায় ২০ জনকে গ্রেফতারর করল পাকিস্তান পুলিশ। আটক করা হয়েছে সন্দেহভাজন ১৫০ জনকে। শনিবার এমনটাই জানা গেছে। তার পরই শনিবার তড়িঘড়ি দেড়শো জনকে আটক করে পাক পুলিশ।

পাকিস্তানে পাঞ্জাব প্রদেশের সাদিকাবাদ জেলার ভঙ্গ শরিফ গ্রামের সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরের ভিতরে হামলার ঘটনায় শুক্রবারই পাকিস্তানের শীর্ষ আদালত সে দেশের পুলিশ-প্রশাসনকে তুলোধনা করে। বিচারপতি বলেন, "হিন্দু মন্দিরে হামলা দেশের পক্ষে লজ্জাজনক। অথচ এ ধরণের ঘটনা দেখার পরও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে পুলিশ।" এর পরই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ আধিকারিক রহিম ইয়ার আসাদ সরফরজ জানান, "ভঙ্গতে মন্দিরে হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২০ জনকে গ্রেফতারর করেছি আমরা। বাকি সন্দেহভাজনদের খোঁজে চলছে তল্লাশি।" জানা গিয়েছে, ১৫০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে।

ইচারবিলে এক ব্যক্তির ফাঁসিতে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ আগস্ট।। গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তি। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানা ইচারবিল ডি.বি.আই ইটভাট্টা সংলগ্ন ক্যানেলের পাশে একটি জঙ্গলে বড়ো গাছে। মৃত ব্যক্তির সুনীল দেবনাথ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল এলাকার বাসিন্দা মৃত দেবেন্দ্র দেবনাথের ৫২ বছর বয়সী ছেলে সুনীল দেবনাথ নিজের স্ত্রী এবং ছেলের সাথে ঝগড়া বিবাদ করে অবশেষে শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে অনতিদূরে ক্যানেলের পাশে একটি ছোট গাছে নিজের গলায় মাছ ধরার জাল কেটে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, সুনীল ও তার ছেলে প্রায়শই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতো। সর্বদা নেশায় বুঁদ হয়ে বাপ, ছেলের মধ্যে হামেশাই ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। তাছাড়া জানা যায় শনিবার সকালেও সুনীল, তার স্ত্রী এবং সুনীলের ছেলের মধ্যে কথা কাটাকাটি এবং হাতাহাতি হয়।

পরবর্তী সময়ে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় সুনীল মাছ ধরার উদ্দেশ্যে। ওই সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল সুনীল।

পরবর্তীতে দুপুরে কোন এক সময় নিচের মাছ ধরার চালতি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সুনীল।মানুষজন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পরিবার-পরিজনসহ তেলিয়ামুড়া থানায় খবর পাঠায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এসে ঘটনা স্থল থেকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে পরিবার-পরিজন সহ এলাকাবাসীরা বাঁধা দেয় যে ময়নাতদন্তের জন্য সুনীলের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

সুনীলের মৃত্যুর পেছনে কি রয়েছে অন্য কোন রহস্য? সেই কারণেই কি সুনীলের পরিবারসহ এলাকাবাসীরা বাধা দিচ্ছে ময়নাতদন্তের জন্য? তবে কি ময়নাতদন্ত করলে সুনীল মৃত্যুর আসল রহস্য উদ্ঘাটন হবে সেই ভয়েই কি মৃতদেহ ময়না তদন্ত করার জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশকে বাধা দান করেছে পরিবার-পরিজন।

যদিও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তদন্তে নেমে প্রাথমিক পর্যায়ে জানতে পারে পারিবারিক কলহের জেরে মৃত্যু হয়েছে সুনীল দেবনাথের।

সুনীল দেবনাথের মৃত্যুর মূল রহস্য বেরিয়ে আসবে ময়নাতদন্তের পর। ঘটনার তদন্ত এখন তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। রবিবার ময়নাতদন্ত শেষে মৃত ব্যক্তির দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বীরচন্দ্র মনুতে তিপ্রাসা আগর উড সোসাইটির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ আগস্ট।। এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বীরচন্দ্র মনু রবীন্দ্র পাড়ায় শুভ উদ্বোধন হল তিপ্রাসা আগর উড সোসাইটির। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক পরিমানে আগর গাছ রয়েছে। আগর গাছ থাকা সত্বেও সাধারন লোকজনেরা সঠিকভাবে এই গাছকে কোনো কাজে লাগাতে পারেনা। তাই এই আগর গাছগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন পক্রিয়ার মাধ্যমে লোকজনদের উপার্জনের বিশেষ পথ দেখাতে শুরু করছে তিপ্রাসা আগর উড সোসাইটির লোকজনেরা। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এই সোসাইটির আত্মপ্রকাশঘটে। আজকের এই শুভউদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বগাফা বন আধিকারিক, বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা। আজকের অনুষ্ঠানে যোগদান দিতে ভারতের বাইর থেকেও কিছু সংখ্যক লোকজন এসেছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা জানান সঠিকভাবে আগরচাষ করলে রাবার থেকেও ভালো পরিমানে অর্থ উপার্জন করাযায়। তাই সকলের কাছে আগর চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে জানান দিতেহবে বলে জানান বক্তারা।

বাংলাদেশে টিকা বিভ্রাট একই দিনে দুই গৃহবধূকে দেওয়া হল দুটি ডোজ

ঢাকা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশে টিকা বিভ্রাট। একই দিনে পৃথক দুটি স্থানে দুই গৃহবধূকে দেওয়া হল দুই ডোজ টিকা। শনিবার প্রথম ঘটনাটি ঘটে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দিতে। ইসমত আরা (৩১) নামে এক গৃহবধূকে এক সঙ্গে দুই ডোজ টিকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে ব্যবধানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় ।রোজিনা বেগম (৩৮) নামে এক নারীকে করোনা ভাইরাসের দুই ডোজ টিকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। দুই দুই গৃহবধূকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তাঁরা এখন পর্যন্ত ভাল আছেন।

রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দিতে ইসমত আরা (৩১) নামে এক গৃহবধূকে এক সঙ্গে দুই ডোজ টিকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বালিয়াকান্দি উপজেলার নারুয়া ইউনিয়নের পাটকিয়াবাড়ী দাখিল মাদরাসা কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। ওই মহিলার স্বামী জানান, ওই টিকা কেন্দ্রে এক সঙ্গে অনেককে বসিয়ে টিকা দেওয়া হচ্ছিল। সকালে আমার স্ত্রী টিকা নিতে গেলে স্বাস্থ্যকর্মী তার বাম হাতে টিকা দেয়। টিকা দেওয়া শেষে তার টিকা দেওয়ার স্থান অন্য হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে ছিলেন। তখন আরেক স্বাস্থ্যকর্মী এসে ডান হাতে টিকা দেয়। বিষয়টি নিয়ে দুচিন্তায় রয়েছি।

বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শাফিন জব্বার বলেন, কেন্দ্রটি পরিদর্শন করা হয়েছে। অনেক ভিড় হয়েছে কেন্দ্রটিতে। টিকা নেওয়ার পর পুনরায় সিটে বসার কারণে এমনটি হয়েছে। টিকা নেওয়া ওই গৃহবধূ আমাদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে। তিনি এখন পর্যন্ত ভালো আছেন।

শনিবার দুপুরে দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় রোজিনা। ৩০ মিনিটের ব্যবধানে রোজিনা বেগম (৩৮) নামে এক গৃহবধূকে করোনা ভাইরাসের দুই ডোজ টিকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

অভিষেক

● প্রথম পাতার পর

একটি বাইকে ভাঙচুর চালিয়েছে। জানা গিয়েছে, উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে বিজেপির একটি কর্মী বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাকে আটক করেছে তৃণমূলের কর্মীরা। ওই বিজেপি কর্মী বাইক ফেলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। তখন বাইকটিতে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে তৃণমূলের কর্মীরা। এদিকে, পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটিয়েছে।

অন্যদিকে, আগামীকাল রাজ্যে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাথে আসছেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কুনাল ঘোষ এবং সাংসদ দোলা সেন।

খোয়াই সংযোজন ঃ খোয়াইয়ের ধলাবিলে তৃণমূলের নেতাদের ওপর আক্রমণ; অভিযোগের তীর শাসকদলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।খোয়াইয়ের ধলাবিল চৌমুহনীতে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের ওপর আক্রমণ হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অভিযোগের তীর শাসকদলীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনা শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ।জানা যায়, ধর্মনগর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা গাড়ি করে আগরতলা ফিরছিলেন খোয়াই হয়ে। কোন রকমে গাড়িগুলো গতি বাড়িয়ে চলে যেতে পারলেও খোয়াই থানার একটি পুলিশ ভ্যান সেখানে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়ে।ভ্যানটি খবর পেয়ে ধলাবিল চৌমুহনীতে গিয়েছিল। সুব্রত সেন (৪২) নামে দশম বাহিনীর এক টি এস আর জওয়ান চোখে আঘাত পেয়ে এখন জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ডিপার্টম্যান্ট

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনিক আধিকারিকরা এই ডিপার্টমেন্ট চালু করার ক্ষেত্রে আন্তরিক ভূমিকা নিয়েছেন। এই ডিপার্টমেন্টটি স্থাপনের লক্ষ্যে কার্ডিও ভাসকুলার সার্জন ডাঃ কনকনারায়ণ ভ-াচার্যকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই ডিপার্টমেন্ট চালু করার জন্য তাঁর উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ডাঃ কনকনারায়ণ ভ-াচার্য পূর্বে এস এস কে এম হাসপাতাল, (পিজি হাসপাতাল) কলকাতায় কার্ডিও ভাসকুলার সার্জন হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

চিকিৎসক ও অচিকিৎসক কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও দপ্তর আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে। টেকনিশিয়ানদের জন্য বি'াপন দিয়ে বহির্রাজ্য থেকেও সমস্ত পদ পূরণ করার মতো কর্মী পাওয়া যায়নি। পরিকাঠামো সম্পসারণে রাজ্য সরকার সচেষ্ট। ওপেন হার্ট সার্জারি এবং বাইপাস সার্জারি যাতে করার বন্দোবস্ত করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলছে। অচিরেই হৃদরোগের চিকিৎসায় এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল এবং এ রাজ্যের মানুষ দারুণভাবে উপক'ত হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কনভয়

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পুলিশ তাঁদের অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানালেও তাঁরা উল্টে পুলিশের সাথে তীব্র বাদানুবাদ শুরু করেন। তাতে পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হলে পুলিশ তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার করে অন্যত্র নিয়ে যায়।

অলিম্পিকে

● প্রথম পাতার পর

কমনওয়েলথ গেমসে ৮৬.৪৭ মিটার ছুড়ে সোনা জেতেন। কমনওয়েলথ গেমসের অভিষেকেই পদক পেয়েছিলেন তিনি। সে বছরই দোহা ডায়মন্ড লিগে ৮৭.৪৩ মিটার ছুড়ে নিজেরই জাতীয় রেকর্ড ভেঙে দেন। ৮৮.০৬ মিটার ছুড়ে এশিয়ান গেমসেও সোনা জিতেছিলেন তিনি।

২০১৯ সালটা নীরজের পক্ষে খুব একটা ভাল যায়নি। কনুইয়ের চোট পান। সেই চোট সারাতে গিয়ে বছরভর প্রায় কোনও প্রতিযোগিতাতেই অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ২০২০-তে অতিমারি পর্বে গোটা বিশ্বেই খেলাধুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

নীরজের উত্থানের পিছনে রয়েছেন গ্যারি কালভার্ট। নীরজের ছোটখাটো ভুলত্রুটি, খুঁটিনাটি শুধরে দিয়েছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে হৃদরোগে আচমকাই তিনি প্রয়াত হওয়ার পরে বিখ্যাত জার্মান কোচ উয়ে হনের কাছে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন নীরজ। এখন তিনি আর এক জার্মান কোচ ক্লস বার্তোনিয়েৎজের কাছে অনুশীলন করেন।

বিধিনিষেধ

● প্রথম পাতার পর

পারমিতা মজুমদার ও শ্রীকান্ত চক্রবর্তী প্রমূখ। আগামী দিনগুলিতে ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য দিনের বেলা করোনাা কারফিউ প্রত্যাহার করে নিলেও করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ কিন্তু পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। জনগণ সচেতন না থাকলে ফের যে কোন সময় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। জনগণের সার্বিক স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার ও প্রশাসন দিনের বেলা কারফিউ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সারা রাজ্যে বর্তমানে রাত ৭ টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ জারি হয়েছে। পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না আসলে কারফিউর মেয়াদ আরো বাড়তে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে।

প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবশ্য জানিয়েছেন মানুষের মধ্যে সচেতনতা অনেকটাই বেড়েছে। তবে এখনো একাংশের মানুষ অসচেতনভাবে বাজার হাট দোকানপাটে চলাফেরা করছে। তাতে অন্যান্য মানুষ নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সার্বিক স্বার্থেই সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মাছ পরিধান করতে প্রশাসনের তরফ থেকে রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে সবার জন্য বিনামূল্যে কোভিড টিকাকরণের ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। টিকাকরণে রাজ্যের শীর্ষ স্থান লাভ করা, আগর মিশনের মাধ্যমে বড়মাত্রায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সহ নানা ইতিবাচক উদ্যোগের জন্য ত্রিপুরা আজ গোটা দেশে পরিচিতি পাচ্ছে। কোভিড অতিমারীর মধ্যেও স্টার্টআপ থেকে শুরু করে নানাভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। জাতীয় সড়ক সহ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করছে। কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি রাজ্যের জাতীয় সড়কের ৯টি প্রকল্পের সূচনা করেছেন।

জনকল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা পাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের সঠিক পরিকল্পনার অভাবে আজ উদ্বোধন হওয়া ধর্মনগরে সার্কিট হাউসের নবনির্মিত ভবন ও ধর্মনগরে নবনির্মিত উপসংশোধনাগারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হতে অনেক সময় লেগেছে। বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর এই দুটি প্রকল্পের কাজ দ্রত সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সুষ্ঠ বদলি নীতি, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কর্মচারীদের জন্য আইনের মধ্যে থেকে পদোন্নতির ব্যবস্থা করেছে সরকার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি বলেন, ধর্মনগরের নবনির্মিত সার্কিট হাউস ভবনটির জন্য ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। নবনির্মিত ভবনে রয়েছে ৬টি ভিভিআইপি রুম, ৮টি ভিআইপি রুম, ডাইনিং হল সহ ডর্মেটরি। ১২.৮১ একর জমিতে গড়ে উঠা ধর্মনগরের নবনির্মিত উপসংশোধনাগারের জন্য ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। পুরুষ, মহিলা মিলিয়ে ১৩৫ জন সংশোধনাগারের আবাসিককে এখানে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক, ওয়াচ টাওয়ার সহ অন্যান্য বিভাগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, রাজ্য সরকারের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, রাজস্ব দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, আই জি প্রিজন অদিতি মজমদার প্রমুখ।

ডিলার

● প্রথম পাতার পর

কাঞ্চনমালা বাজারে। রেশন ডিলার সুব্রত দেবনাথ মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ রেশন ডিলার সুব্রত দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরেই রেশন সামগ্রী নিয়ে দুর্নীতি চালিয়ে আসছিল।এমনকি গ্রাহকদের সাথে ভালো আচরণ করতো না ডিলার সুব্রত দেবনাথ। ওজনে কম দেওয়া তার বহু পুরনো অভ্যাস ছিল। এর আগেও একবার তাকে স্থানীয় এলাকাবাসীরা রেশন সামগ্রী চুরি কাণ্ডে হাতেনাতে ধরেছিল।কিন্তু তা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়েও কোনো বিচার পাওয়া যায়নি। আজও তাকে সেই খাদ্য সামগ্রী চুরি করে বিক্রি করার সময় স্থানীয়রা হাতেনাতে আটক করে। এলাকাবাসী খবর পাঠায় ডুকলী আর ডি ব্লকের খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের। খবর পেয়ে খাদ্য দপ্তরের ইন্সপেক্টর ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। তার কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ডুকলী আর ডি ব্লকের বিডিও এবং ডেপুটি কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট। তাদের সামনে স্থানীয় এলাকাবাসী বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ঘটনাস্থলে এসে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং ডেপুটি কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পেয়ে দুর্নীতিবাজ রেশন ডিলার সুব্রত দেবনাথ এর বিরুদ্ধে আইনগতভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করেন। এমনকি তার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট।

ঘটনার পর থেকে রেশন ডিলার সুব্রত দেবনাথ কাঞ্চনমালা এলাকা থেকে গা-ঢাকা দিয়েছে বলে খবর মিলেছে। এই ঘটনায় কাঞ্চনমালা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

করার ঘটনা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ জন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এবং সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস শনিবার দুপুর একটা নাগাদ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রঞ্জিত ঘোষকে দেখতে যান। রঞ্জিত ঘোষ এর ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা মানিক সরকার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, শুক্রবার বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ রাজ্য ব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ধলাই জেলার কমলপুরে কর্মসংস্থানের দাবিতে আন্দোলনে শামিল হয়। রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহা শহীদ বেদীর পাশ থেকে তারা আন্দোলন কর্মসূচি শুরু প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রঞ্জিত ঘোষ এ আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হতে যাননি। কেননা এই আন্দোলন কর্মসূচি ছিল যুবকদের। প্রবীণ নেতা রঞ্জিত ঘোষ একটি অটোরিকশ করে যাচ্ছিলেন। তখনই অটো থেকে নামিয়ে তার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়।

যারা এই হামলার ঘটনায় জড়িত তারা তার নাতিদের সমবয়স্ক। একজন বৃদ্ধির ওপর এভাবে হামলা চালানোর ঘটনা অত্যন্ত অমানবিক। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, কিছুদিন আগেও কোভিড পরিস্থিতিতে দুস্ত অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ করতে গেলে প্রবীণ নেতা রঞ্জিত ঘোষের উপর হামলা চালানো হয়। নাতিদের বয়সিরা তাকে উপদেশ দিচ্ছে কোন ধরনের মিটিং মিছিল সমাবেশে যোগ না দেন। শুক্রবার ফের তার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছে। শুক্রবারের এই ঘটনা অভাবনীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন বিরোধী দলনেতা। কে কোথায় যাবে, কোথায় যাবে না-তা ঠিক করে দিতে চাইছে শাসক দলের কিছু যুবক। তাদের কথা অমান্য করলেই হামলা হুজ্জোতি সংগঠিত করা হচ্ছে। প্রবীণ নেতা রঞ্জিত ঘোষের চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন রঞ্জিতবাবুর বুকের হাড় ভেঙে গেছে। মাথায় আঘাত লেগেছে।

প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাকে প্রাণে মারার জন্যই এ ধরনের হামলা সংঘটিত করা হয়েছে বলেও বিরোধী দলনেতা মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গক্রমে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, শাসকদল ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে যুবসমাজ সহ রাজ্যবাসীকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে সব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি শাসক দল। মানুষ এখন তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছেন। সে কারণেই যুবসমাজের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এ ধরনের হামলা হুজ্জোতি সংগঠিত করা হচ্ছে। আক্রমণকারী যুব সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেন তারা কি করছে তা তারা বুঝতে পারছে না। তারা তাদের নিজের পায়ে কুড়ুল মারছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এটা জনবিচ্ছিন্নতার লক্ষণ বলেও তিনি অভিহিত করেন। এভাবে চলতে পারে না। এর জন্য দায়ী সরকার, শাসক দল ও পুলিশ। তাদের চোখের সামনে এ সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে।

প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রঞ্জিত ঘোষ এর উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে সিপিআইএম।

পরিবার

● প্রথম পাতার পর

ফুঁসছেন ওই এলাকার মানুষজন ।হাওড়া নদীর তীরে যেসব পরিবার বসবাস করছেন তাদের বাড়িঘর যেকোনো সময় নদীর ভাঙ্গনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। আড়ালিয়া তিনটি দোকান ইতিমধ্যেই হাওড়া নদীর ভাঙ্গনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মেসিকে ছাড়তেই ক্ষিপ্ত আগুয়েরো, পিএসজির পাশাপাশি মেক্সিকোর ক্লাবের অবিশ্বাস্য প্রস্তাব

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : বার্সেলোনা মেসিকে ধরে রাখতে না পারার পর থেকেই বিশ্ব ফুটবলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে লিওনেল মেসিকে। আর্জেন্তিনার অধিনায়ক এরপর কোন ক্লাবে যোগ দেবেন তারই প্রহর গুনছেন ফুটবলপ্রেমীরা। বার্সা ভক্তরা চূড়ান্ত হতাশ হলেও বার্সা প্রেসিডেন্ট জোয়ান লাপোর্তা বলেন, ক্লাবকে বাঁচাতে এই পদক্ষেপ ছাড়া রাস্তা ছিল না। মেসির বার্সা-র সঙ্গে ২১ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হতেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও পিএসজি-র নাম। তবে অবিশ্বাস্যভাবে সেই তালিকায় যোগ হয়েছে মেক্সিকোর এক ক্লাবের নাম।

লিওনেল মেসি আর পেপ গুয়ার্দিওলার ফের যুগলবন্দির জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন খোদ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ম্যানেজার। গুয়ার্দিওলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, মেসিকে নেওয়ার কোনও ভাবনা তাঁদের এখনও অবধি নেই। বার্সায় ২০০৮ থেকে ২০১২ অবধি পেপের কোচিংয়ে খেলেছেন লিও মেসি। দু-বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাব-সহ বহু ট্রফিও বার্সা জেতে সেই সময়কালে। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা ও লা লিগার নিয়মে ক্লাবকে বাঁচাতে লাপোর্তা ইচ্ছা থাকলেও এবং মেসি ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিতে সই করতে চাইলেও তা সম্ভব হয়নি। বার্সাকে অনেকটা এগিয়েও যেভাবে পিছু হঠতে হয়েছে এবং মেসির সঙ্গে বার্সার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, তা অবাক করেছে গুয়ার্দিওলাকে। তিনি জানিয়েছেন, এরপর আর মেসির সঙ্গে তাঁর কোনও কথাও হয়নি। তবে গুয়ার্দিওলা বলেন, মেসিকে এখনও তিনি আগের মতোই ভালোবাসেন। বার্সায় তাঁর অবদান ভোলার নয়। কেরিয়ারের শেষ কয়েক বছর মেসি ভালো খেলুন, এমন শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন পেপ। ইতিমধ্যেই তাঁর দল ব্রিটিশ ক্লাবগুলির মধ্যে রেকর্ড ট্রান্সফারে সই করিয়েছে জ্যাক গ্রিলিশকে ১০০ মিলিয়ান পাউন্ডের বিনিময়ে হয়েছে চুক্তি। হ্যারি কেনও রয়েছেন পেপের পছন্দের তালিকায়। এরই মধ্যে জানা গিয়েছে, লিওনেল মেসি ইতিমধ্যেই পিএসজি-র প্রস্তাব পেয়েছেন। তাঁর পিএসজি-তেই যোগদানের সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে মেসি-নেইমারকে ফের পাশাপাশি খেলতে দেখা যাবে। দুই বছরের চুক্তি হতে চলেছে বলেই খবর। তবে সেই চুক্তির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো যায় কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফ্রান্সের এই দলে যোগ দিলে মেসি প্রতি মরশুমে ৩৫ মিলিয়ন ইউরো পাবেন বলেও জানা যাচ্ছে। এরই মধ্যে হামেস রদ্রিগেজ চান মেসি জুভেন্তাসে যান। সেক্ষেত্রে মেসি-রোনাল্ডো যুগলবন্দি ফুটবলপ্রেমীদের কাছে অসাধারণ পাওনা হবে।

প্রত্যেক ভারতীয় গর্ববোধ করছেন, বজরং পুনিয়ার সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী

টোকিও, ৭ আগস্ট (হি.স.) : বজরং পুনিয়ার সাফল্যে প্রত্যেক ভারতীয় গর্ববোধ করছেন। টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় কুস্তিগীর বজরং পুনিয়ার ব্রোঞ্জ জয়ের পরই এই ভাষাতেই বজরংকে শুভেচ্ছা জানালেন এল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটারে অভিনন্দন জানিয়ে মোদী লেখেন, 'টোকিও অলিম্পিক্স থেকে দুরন্ত খবর আসছে। দুর্দান্ত লড়াই করেছেন বজরং পুনিয়া। সাফল্যের জন্য আপনাকে অভিনন্দন। যা প্রত্যেক ভারতীয় গর্বিত এবং আনন্দিত করে তুলেছে।' এদিন টোকিও অলিম্পিকে কুস্তিতে ৬৫ কেজি ফ্রিস্টাইলে কাজাখস্তানের দাউলেত নিয়াজবেকোভকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন বজরং পুনিয়া। তিনটি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের পদকজয়ী কুস্তিগীরের কাছে সোনার আশা ছিল দেশবাসীর। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই বজরং সেমিফাইনালে হেরে যান দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আজেরবাইজানের হাজি আলিয়েভের কাছে। স্বর্ণপদকের আশা ঘুচলেও ব্রোঞ্জজয়ের সুযোগ ছিল বজরংয়ের কাছে। শনিবার টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচে কাজাখস্তানের দাউলেত নিয়াজবেকোভকে ৮-০ ব্যবধানে পরাজিত করে জয় পেলেন বজরং। বিপক্ষকে দাঁড়াতেই দিলেন না বজরং। একের পর এক পয়েন্ট তুলে নেন তিনি। কাজাখস্তানের দাউলেত নিয়াজবেকোভের বিরুদ্ধে জয় তুলে টোকিও অলিম্পিকে দেশের ষষ্ঠ এবং কুস্তির দ্বিতীয় পদকটি এনে দিলেন বজরং পুনিয়া।

ভারতের পদক সংখ্যা বাড়ল কুস্তিতে ব্রোঞ্জ জয় বজরং পুনিয়ার

টোকিও, ৭ আগস্ট (হি.স.) : ভারতের পদক সংখ্যা বাড়ালেন বজরং পুনিয়া। টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতলেন ভারতীয় কুস্তিগীর। কাজাখস্তানের দাউলেত নিয়াজবেকোভকে হারিয়ে দেন তিনি। ৮-০ ব্যবধানে জয় পেলেন বজরং। ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচে বিপক্ষকে দাঁড়াতেই দিলেন না বজরং। একের পর এক পয়েন্ট তুলে নেন তিনি। সহজেই জয় পেলেন ভারতীয় কুস্তিগির।

এবার অলিম্পিক্স পদকও তাঁর ঝুলিতে। ৬৫ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে অন্যতম ফেভারিট হিসাবে টোকিওতে পা রেখেছিলেন বজরং পুনিয়া। তিনটি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের পদকজয়ী কুস্তিগীরের কাছে সোনার আশা ছিল দেশবাসীর। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই বজরং সেমিফাইনালে হেরে যান দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আজেরবাইজানের হাজি আলিয়েভের কাছে। স্বর্ণপদকের আশা ঘুচলেও ব্রোঞ্জজয়ের সুযোগ ছিল বজরংয়ের কাছে। কাজাখস্তানের দাওলেত নিয়াজবেকভের বিরুদ্ধে জয় তুলে টোকিও অলিম্পিকে দেশের ষষ্ঠ এবং কুস্তির দ্বিতীয় পদকটি এনে দিলেন বজরং পুনিয়া।

ডান হাঁটুতে চোটের কারনে টোকিও অলিম্পিকের ম্যাটে স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি বজরংকে। প্রথম ম্যাচে আরনাজারের বিরুদ্ধে বড় পয়েন্টের মুভের বিচারে জয়ী হন ভারতীয় কুস্তিগীর। দ্বিতীয় ম্যাচে ইরানের মোর্তাজা ঘাইসির বিরুদ্ধে পুরানো ছন্দের বজরংয়ের দেখা মেলে। প্রতিপক্ষকে পিন-ডাউন করে শেষ চারে পৌঁছান তিনি। সেখানেই হারের মুখ দেখেন বজরং। দুর্ধর্ষ ফর্মে থাকা আলিয়েভ কোন সুযোগই দেননি ভারতীয় কুস্তিগীরকে।

এদিন শুরু এদিন শুরু থেকেই আক্রমনাত্মক ছিলেন বজরং। পরপর দুটো পয়েন্ট তুলে প্রথম রাউন্ডে এগিয়েছিলেন ভারতীয় কুস্তীগির। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চার পয়েন্ট তুলে নিয়াজবেকভকে চাপে ফেলে দেন বজরং। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেননি কাজাখ কুস্তিগীর। দাপটের সঙ্গে ম্যাচ জিতে নেন বজরং।

নীরজকে অভিনন্দন মোদীর

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি. স.) : দুর্দান্ত দুই থ্রোয়ে সোনার খরা কাটিয়ে দিলেন নীরজ চোপড়া। খবর পাওয়ার সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে তাঁক অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী লিখেছেন, "টোকিওতে ইতিহাস লেখা হয়েছে! নীরজ চোপরা আজ যা অর্জন করেছে তা চিরকাল মনে থাকবে। তরুণ নীরজ অসাধারণ ভালো করেছে। তিনি অসাধারণ আবেগ নিয়ে খেলেছেন এবং অতুলনীয় ভদ্রতা দেখিয়েছেন। সোনা জেতার জন্য তাকে অভিনন্দন। টোকিও ২০২০"

প্রসঙ্গত, অলিম্পিক্সে ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের কোনও ইভেন্টে পদক জিতলেন। তা-ও একেবারে সোনা জিতে নিলেন তিনি। শনিবার ফাইনালে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৮৭.৫৮ মিটার ছুড়ে পদক জিতলেন তিনি। এর আগে অ্যাথলেটিক্সে ভারত সোনা তো দূর, কোনও পদকই জেতেনি। সেই আক্ষেপ মিটিয়ে দিলেন নীরজ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ডেভিস কাপে খেলছেন রোহন বোপান্না

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে খেলতে না পারলেও ডেভিস কাপে খেলবেন রোহন বোপান্না। ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড গ্রুপের ম্যাচের জন্য ৫ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। ডাবলসে আছেন বোপান্না। দিভিজ শরণের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলবেন বোপান্না।

অলিম্পিকে খেলতে না পারায় কয়েক দিন আগেই এআইটিএ-কে একহাত নিয়েছিলেন। সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। অলিম্পিকে খেলতে না পারলেও সেপ্টেম্বরে শুরু হতে চলা ডেভিস কাপে খেলছেন রোহন বোপান্না। সেপ্টেম্বরের ১৭ আর ১৮ তারিখ ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপের ম্যাচ খেলবে ভারত। ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড গ্রুপের ম্যাচে দিভিজ শরণের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলবেন বোপান্না। ডাবলসে রোহন বোপান্না-শরণ জুটির পাশাপাশি এদিন ঘোষণা করা হল ভারতের সিঙ্গলস দলও। সিঙ্গলসে আছেন প্রজ্ঞেশ গুণেশ্বরণ, সুমিত নাগাল আর রামকুমার রামানাথন। ভার্চুয়াল বৈঠকে ডেভিসের দল বাছে এআইটিএ।

রাজের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ খারিজ বম্বে হাইকোর্টে

মুম্বই, ৭ আগস্ট (হি.স.) : পর্নকাণ্ডে রাজ কুন্দ্রার গ্রেফতারির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন রাজ এবং তাঁর সহকারী রায়ান থর্প। শনিবার সেই আবেদন খারিজ করল বম্বে হাইকোর্ট। আপাতত জেলেই থাকতে হচ্ছে রাজ কুন্দ্রাকে।

ম্যাজিস্ট্রেট আদালত রাজ ও রায়ানের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে গিয়েছিলেন রাজের আইনজীবী। গত মাসের শেষের দিকে রাজ কুন্দ্রার আইনজীবী সুভাষ যাদব জানিয়েছিলেন, তাঁর মক্কেলের গ্রেফতার আইনসম্মত নয় এবং সুবিচারের জন্য তাঁরা উচ্চ আদালতে আবেদন করবেন। সেই মতই উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজের আইনজীবী। তিনি জানিয়েছিলেন, রাজ এবং অন্যদের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র পুলিশ চার হাজার পৃষ্ঠার চার্জশিট দিলেও কোথাও প্রমাণ করতে পারেনি যে রাজের ভিডিওগুলি পর্নোগ্রাফি ছিল। বাকি যে সব ধারায় রাজের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, সেগুলি জামিনযোগ্য। তাঁর আরও দাবি, রাজকে নিয়ম মেনে নোটিস না দিয়েই গ্রেফতার করা হয়েছে। বম্বে হাইকোর্ট জানিয়েছে, সমস্ত নিয়ম মেনেই নির্দেশ দিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। তাই এখনই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে রাজি নয় উচ্চ আদালত।

ভারতীয় গল্ফিংকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন অদিতি : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে পদক জিততে পারেননি, এটা তো ঠিক। কিন্তু, দেশবাসীর মন জয় করে নিয়েছেন ভারতীয় মহিলা গল্ফার অদিতি অশোক। গত বুধবার থেকে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখা ভারতীয় গল্ফার শনিবার শেষ করেছেন চতুর্থ স্থানে। দারুণ পারফরম্যান্সের জন্য অদিতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি টুইট-বার্তায় জানিয়েছেন, 'ভারতের আরও এক কন্যা নিজের ছাপ রাখলেন। ভারতীয় গল্ফিংকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন অদিতি।'

পদক জয়ের খুব কাছ থেকে অদিতিকে ফিরতে হয়েছে খালি হাতে। তবে বিশ্বের অন্যতম সেরা গল্ফারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়া অদিতি হৃদয় জিতে নিয়েছেন ভারতীয়দের। যে খেলায় কোনও পদকের আশা করেননি কেউ, সেই গল্ফেই চতুর্থ ভারত। ২৩ বছর বয়সে এই কীর্তি গড়ে নিজের নাম লিখলেন ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে। শনিবার রাষ্ট্রপতি টুইট করে জানিয়েছেন, 'দারুণ খেলেছো অদিতি অশোক! ভারতের আরও এক কন্যা নিজের ছাপ রাখলেন। ঐতিহাসিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ভারতীয় গল্ফিংকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন অদিতি। খুব শান্ত ও সুস্থিরভাবে আপনি খেলেছেন।'

দারুণ খেলেছো অদিতি, অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছো তুমি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): গল্ফে ভারতকে পদকের আশা দেখিয়েছিলেন অদিতি অশোক। তিন দিন ধরে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তিনি। তবে শেষ মুহূর্তে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে তাঁকে। টোকিও অলিম্পিকে চতুর্থ হয়েছেন ভারতীয় গল্ফার অদিতি অশোক। গল্ফে অদিতির পারফরম্যান্সের জন্য প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর বার্তা, দারুণ খেলেছো অদিতি, টোকিও অলিম্পিকে অসাধারণ দক্ষতা ও সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়েছো তুমি।

শনিবার টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'দুর্দান্ত খেলেছো অদিতি অশোক! টোকিও অলিম্পিকে অসাধারণ দক্ষতা ও সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়েছো তুমি। ভবিষ্যতের জন্য তোমাকে অনেক অভিনন্দন।' অদিতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরও। অনুরাগ জানিয়েছেন, 'ভারতের প্রথম মহিলা গল্ফার অলিম্পিকে চতুর্থ হয়েছেন। অদিতি অশোক তাঁর পারফরম্যান্সের জন্য স্ট্যান্ডিং ওভেশন পাওয়ার যোগ্য। আপনি ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলেছেন, আপনি ইতিহাস তৈরি করেছেন।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

তৈরি হল না ইতিহাস, চতুর্থ স্থানে শেষ করলেন ভারতীয় গল্ফার অদিতি

টোকিও, ৭ আগস্ট (হি.স.): একেবারে শেষ মুহূর্তে হাতছাড়া হয়ে গেল পদক, তৈরি হল না ইতিহাস। চতুর্থ স্থানে শেষ করলেন ভারতীয় গল্ফার অদিতি অশোক। গল্ফে ভারতকে পদকের আশা দেখিয়েছিলেন অদিতি। তিন দিন ধরে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তিনি। তবে শেষ মুহূর্তে এসে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে তাঁকে। টোকিয়ো অলিম্পিকে চতুর্থ হলেন তিনি।

গল্ফে চতুর্থ রাউন্ডের খেলা শুরুতে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন অদিতি অশোক। এক ধাপ নেমে তৃতীয় স্থানে পৌঁছে যান অদিতি। এরপরেও পদক জয়ের সম্ভাবনা ছিল। এরপর আরও একধাপ নেমে চতুর্থ স্থানে পৌঁছন অদিতি। তখন তিনটি হোলের খেলা বাকি ছিল। ফের তিন নম্বরে উঠে যান ভারতীয় গল্ফার। যুগ্ম ভাবে তৃতীয় স্থানে ছিলেন তিনি। আরও দুটো হোলের খেলা বাকি ছিল। খারাপ আবহাওয়ার জন্য খেলা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। বৃষ্টি থামতেই শুরু হয় খেলা। শেষ মুহূর্তে খালি হাতেই ফিরতে হল অদিতিকে। চতুর্থ স্থানে শেষ করলেন ভারতীয় গল্ফার। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

PNIeT No:- 38/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22 dt. 04-08-2021
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SN	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 111/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 112/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	
3	DNIe-T No: 113/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	
4	DNIe-T No: 114/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	
5	DNIe-T No: 115/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	
6	DNIe-T No: 116/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 25-08-2021 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID : 26-08-2021 at 16.00 Hrs
- Website for Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
- Tender Fee : 2,500.00 each, (non refundable).
- **Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through** https://tripuratenders.gov.in

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in for any query M- 03826- 267230/9436355955

Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-1656/2021-22

ত্রিপুরা বিজ্ঞান এবং গণিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা

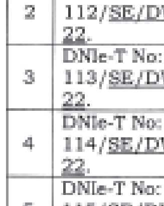

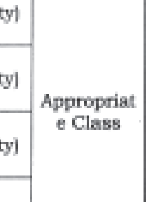

- নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য
- বিজ্ঞান মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০ জন এবং গণিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০ জন, মোট ৪০০ জন শিক্ষার্থীর প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে ১৫ মাসের বৃত্তি এবং মেধার শংসাপত্র প্রদান।
- সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পছন্দের শিক্ষক দ্বারা বিনামূল্যে কোচিং।
- যদি কোনো সরকারি বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ৫ জনের বেশি শিক্ষার্থী বৃত্তিলাভ করে, তবে উক্ত বিদ্যালয়কে ১ (এক) লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই টাকা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যাবে।
- বেসরকারি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও উক্ত পরীক্ষায় বসতে পারবে।
- রাজ্যের সকল সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে পাঠরত উপরোক্ত পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নিয়মাবলী বিশদে জানার জন্য এসসিইআরটির ওয়েবসাইট www.scerttripura.org অথবা www.tripuratalentsearch.com দেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা আবেদনপত্র ১২-০৮-২০২১ইং তারিখ থেকে ৩১-০৮-২০২১ ইং তারিখের মধ্যে অনলাইনে জমা করতে পারবে।

(এন.সি. শর্মা)
অধিকর্তা
এস সি ই আর টি

ICA-D-610/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-29/EE/RD/TLM-DIV/21-22, Dt:04/08/2021.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M on 20/08/2021** for **03(Three)** Nos. Construction Works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/ 9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-1666/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 05/EE/E-CELL/ARDD/ 2021-22. Date: 05/08/2021
MEMO NO :F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/21/1215/1223 Date : 05/08/2021.

Percentage rate bids in single bid percentage rate tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD Form-7(Seven) up to 3.00p.m. on 23/08/2021 for DNIT No : i) 17/EE/E-CELL/ARDD/ 2021-22, & DNIT No: ii)18/EE/E-CELL/ARDD/2021-22. All details can be seen in the office of the Undersigned. For any query please contact 9436969700.

(Othello Dewan)
Executive Engineer
Engineering Cell,ARDD.
P.N.Complex, Agartala

ICA-C-1674/2021-22

No. F. 8(3)1RB/2010(P)/ 2133 Dated, Agartala, the 5 August, 2021

NOTIFICATION

Sealed tenders are invited for sale of one Maruti Esteem VX (White) bearing No.TROIE-1072(Petrol) on plain paper on AS IS WHERE IS BASIS' :-

Sl.No.	Type of vehicle	Engine No.	Regd.of veh.	Reserve value
1.	Maruti Esteem VX (white) petrol car	105198	TROIE-1072	Rs.25,000/-(Rupees Twenty-five thousand) only.

2. The above vehicle will be available for inspection on 09-08-2021 and 10-08-2021 between 3.00 to 4.30 P.M. in the New Governor's Secretariat, Capital Complex, Agartala.
3. Other details are available in the Notice Board of the New Governor's Secretariat, Raj Bhavan, Capital Complex, Agartala, required for submitting tenders.

(A.K.Chakraborty)
Under Secretary to the
Governor of Tripura

ICA-C-1660/2021-22

No. F.6(1)-Agri/EE/W/2018-19/P/V/1295-1307 Dated, Agartala, the 5t-h August, 2021.

PRESS NOTICE INVITING SHORT TENDER NO:- 12/AGRI/EE(WEST)/2021-22

on behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripui West Tripura invites sealed percentage rate for short tender from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligib Conti 1u tots of appropriate class registered with PWD/TTAADC/CPWD/RAILWAY/OTHER upto 3.00PM or 16 /08/2021 for the faiwing works:-

Sl. No	Name of work DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Tender Fee	Last date of Application	Last date for issue of Tender Form	Date of Dropping	Date & Time of Opening	Place of sale of Tender Documents.
1	DNIT NO. 60/ AGRI/EE(WEST) /2019-20 (2nd Call)	Rs.3,90,097.00	Rs.3,901.00	15(Fifteen) Days	Rs.1,000.00	12/08/2021	13/08/2021 upto 4.00PM	17/08/2021 upto 3.00PM	17/08/2021 At 3.30PM (If possible)	Office of the Executive Engineer (west), Agartala.

Interested bidders / Tenderers may visit the 0/0 the Executive Engineer (West) , Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala for details of Tender on any working days .

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.
(Er Nikhil Roy)
Executive Engineer(West)
Department of Agriculture &FW
Tripura, Agartala

ICA-C-1663/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AMB/14/2021-22 **Dated: 04.08.2021**

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate tender(s). The details are given below;

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	EE-IED/AMB/59/2021-22	₹ 4,27,149.00	₹ 4,271.00	Upto 14.00 Hrs. on 23.08.2021	At 12.30 Hrs. on 25.08.2021
2	EE-IED/AMB/60/2021-22	₹ 4,27,149.00	₹ 4,271.00		
3	EE-IED/AMB/61/2021-22	₹ 4,65,973.00	₹ 4,660.00		
4	EE-IED/AMB/62/2021-22	₹ 4,65,973.00	₹ 4,660.00		
5	EE-IED/AMB/63/2021-22	₹ 3,10,649.00	₹ 3,106.00		
6	EE-IED/AMB/64/2021-22	₹ 4,65,973.00	₹ 4,660.00		
7	EE-IED/AMB/65/2021-22	₹ 4,65,973.00	₹ 4,660.00		

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.
For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. Ajit Ghosh)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura.

ICA-C-1670/2021-22

এজিএমসি অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে চালু হল কার্ডিও থোরাসিক অ্যাণ্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যাণ্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। হৃদরোগের জটিল চিকিৎসায় বেসরকারি হাসপাতালের মুখাপেক্ষী হওয়ার দিন ফুরিয়ে এল। সুদীর্ঘ সময়কালে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অধরা ছিল রোগীদের এবং রাজ্যবাসীদের কাছে, অবশেষে সেই স্বপ পূরণ হল। এজিএমসি অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে চালু হল কার্ডিও থোরাসিক অ্যাণ্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যাণ্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি (সি টি ভি এস অ্যাণ্ড আই আর রেডিওলজি) ডিপার্টমেন্ট। গত ১৩ জলাই ডিপার্টমেন্টটি চালু হয়েছে। ইতিমধ্যে গত ১৩ জলাই থেকে বহির্বিভাগে রোগী দেখছেন কনসালটেন্ট অ্যাণ্ড ইনচার্জ সি টি ভি এস অ্যাণ্ড আই আর, কার্ডিও ভাসকুলার সার্জন ডাঃ কনকনারায়ণ ভ-াচার্য। ৬ আগস্ট পর্যন্ত ৬৩ জন রোগী বহির্বিভাগে পরিষেবা লাভ করেছেন। প্রত্যেক মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টা থেকে ৪:৩০ টা পর্যন্ত বহির্বিভাগ খোলা থাকে এবং ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি ও পি ডি খোলা থাকে বুধবার দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৪:৩০ টা পর্যন্ত। রেডিওলজির রেডিওলজি বিভাগের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর ডাঃ অসীম দে, অ্যাসিসস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ জয়বত রায় এখানে রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

এনটিএইচ বিল্ডিং-১ এর ষষ্ঠ তলায় এই বিশাল কর্ময’। উত্তর পূর্বা’লের সবচেয়ে অত্যাধুনিক তো বটেই এমনকি উত্তর পূর্ব ভারতে ওটিও চালু হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

এখানে ১০ শয্যা বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথক ওয়ার্ডের হৃদরোগীদের চিকিৎসার এই পরিকাঠামোর বেশিরভাগ কাজই সমাপ্ত। বাদবাকি সমস্ত কাজও কয়েকটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

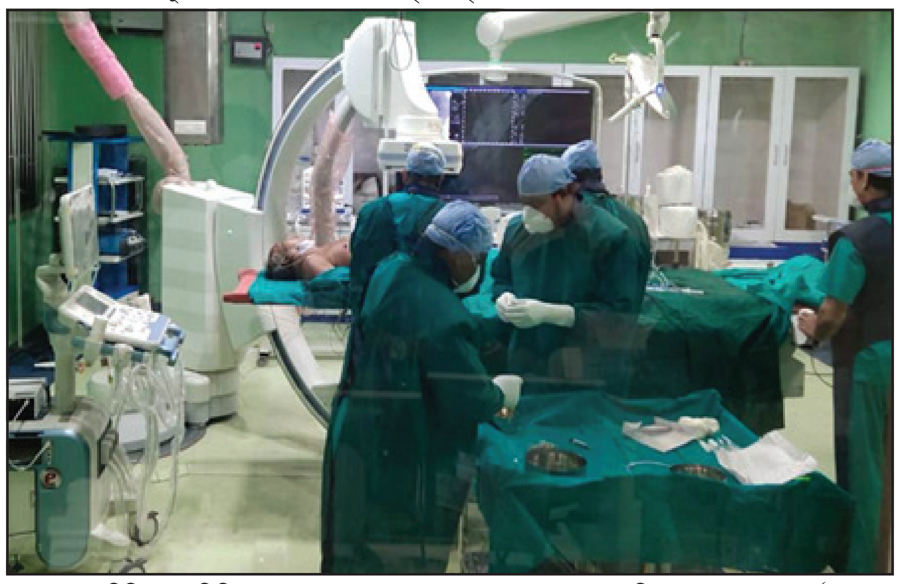

হৃদরোগের চিকিৎসার নিরিখে এ রাজ্যে অত্যাধুনিক মেশিনপত্র উল্লেখ করার মতো। অত্যাধুনিক বিভিন্ন ধরনের মেশিন ইতিমধ্যেই এই ডিপার্টমেন্টে স্থাপন করা হয়েছে। ক্যাথল্যাবে অত্যাধুনিক মেশিনে হৃদপিণ্ডের এবং রক্তনালীর সূক্ষাতিসূক্ষ ছবি চিকিৎসকরা দেখতে পান। রয়েছে দু’টি হার্ট লাং মেশিন, ইকমো মেশিন, কুলিং মেশিন, আই এ বি পি মেশিন, দু’টি ভেন্টিলেটর, ইকোকার্ডিওগ্রাফি মেশিন, সেল সেভার মেশিন ইত্যাদি। কার্ডিয়াক কাজ প্রায় শেষ হবার পথে। ১০ শয্যা বিশিষ্ট আই সি ইউ এর কাজও দ্রত গতিতে এগিয়ে চলছে। অনতিবিলম্বে এর কাজ সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা। ডি এস এ ক্যাথল্যাব ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। এর ফলে পেস মেকার প্রতিস্থাপন, করোনারি অ্যাণ্ডিওগ্রাফি ও অ্যাণ্ডিওপ্লাস্টি, পেরিফেরাল অ্যাণ্ড বেন অ্যাণ্ডিওগ্রাফি ও অ্যাণ্ডিওপ্লাস্টি, ডায়ালিসিস রোগীদের জন্য পার্ম ক্যাথ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত বারো জন রোগী এখানে পরিষেবা লাভ করেছেন।

প্রতিস্থাপনের পর পূর্ণাঙ্গভাবে হৃদরোগীদের যাবতীয় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য এই সি টি ভি এস অ্যাণ্ড আই আর রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট দ্রত চালু করার ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রী জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও এ’ অফিসিও জয়েন্ট সেক্রেটারি ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা, জিবিপি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ সঁীব দেববর্মা সহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতের পাঠানো উপহারের ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছাল বাংলাদেশে

।। মণির হুসেন।। ঢাকা, ৭ আগস্ট।। ভারতের পাঠান উপহার স্বরূপ ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছল বাংলাদেশে। শনিবার পেট্রাপোলে শুল্ক দফতরের ছাড়পত্র নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সগুলি শনিবার বাংলাদেশের বেনাপোল বন্দরে এসে পৌঁছায়। আজই সেগুলির ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা।

চলতি বছরের মার্চে বাংলাদেশ সফরকালে করোনা মোকাবেলার বাংলাদেশকে লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স উপহারের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই উপহারের প্রথম চালানের ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স শনিবার সকালে পেট্রাপোল হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাকি অ্যাম্বুলেন্সগুলো আগামী সেপ্টেম্বরে পর্যায়ক্রমে পৌঁছাবে। উপহার হিসেবে আসা এসব অ্যাম্বুলেন্সে ভেন্টিলেশন সুবিধা রয়েছে।

বাংলাদেশের বেনাপোল শুল্ক দফতরের উপ-কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ভারতের পেট্রাপোল স্থলবন্দর হয়ে শনিবার সকালে বেনাপোল বন্দরে ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স এসেছে।

ভারতীয় হাইকমিশন সূত্র জানা যায়, চলতি বছরের ২৬-২৭ মার্চ বাংলাদেশ সফরকালে করোনা মহামারি মোকাবিলার বাংলাদেশ সরকারকে ১০৯টি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স উপহার দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরই অংশ হিসেবে ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স আজ সকালে বেনাপোল বন্দরে এসে পৌঁছেছে।

খোয়াইয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে চরম অসন্তুষ্ট গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে ভোক্তাদের মধ্যে ক্ষক্ষ চরম আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। গত তিন দিন ধরে খোয়াই জেলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের চপলতা চরম আকার ধারণ করেছে। জেলা হাসপাতালে পর্যন্ত বিদ্যুৎ এর নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। এর প্রতিবাদে সিপিএম এর পক্ষ থেকে শনিবার হয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। গত তিনদিন ধরে খোয়াই শহর সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলিতে বিদ্যুৎ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ফলে দুর্দশা চরম আকার ধারণ করেছে। বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়নি খোয়াই জেলা হাসপাতালও।খোয়াই হাসপাতালে বিগত এক বছর যাবৎ জেনেরেটর ও সোলার নষ্ট হয়ে আছে।

পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রায়ই বিঘ্নিত হচ্ছে খোয়াই জেলা হাসপাতালে। বিদ্যুৎ পরিসেবা থাকছে না ঘন্টার পর ঘন্টা। তাছাড়া সামান্য বৃষ্টিতে খোয়াই মহকুমা এলাকায় বিভিন্ন স্থানে দিনেএর পর দিন বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ছে। গত বুধবার বিদ্যুৎ দপ্তরের খামখেয়ালীপনায় বিদ্যুৎ ছোবলে দুগ্ধবতী গাভীর মৃত্যু হয়। বিদ্যুৎ পরিষেবার জীর্ণদশার জন্য সিপিআইএম খোয়াই মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও রাস্তা অবরোধ করা হয়। শনিবার দুপুরে খোয়াই মহকুমা অফিসের সামনে থেকে এক মিছিল বের হয়। মিছিলটি পুরানবাজার হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে খোয়াই কবিগুরু পার্কস্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের সামনে এসে সমবেত হয়। বিদ্যুৎ নিগমের ঘেরাও করে রাস্তা অবরোধ করা হয়। এই অবরোধ প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে। সেখান থেকে তিন জনের প্রতিনিধি দল খোয়াই বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজারের সাথে দেখা করে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সি পি আই (এম)নেতা আলয় রায়, মনোজ দাস ও গৌরী পাল। প্রতিনিধি দলের পক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন আলয় রায়। তিনি জানান , খোয়াইবাসী সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। বিদ্যুৎ নিগমের নিষ্ক্রিয়তা ও খামখেয়ালিপনার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই সমস্যা সমাধান না হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। অবরোধ স্থলে বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ নিগমকে স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেওয়া হয় অবিলম্বে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা না হলে এর মাশুল গুনতে হবে।

ত্রশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হন অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার্স এসোসিয়েশন। ছবি নিজস্ব।

বন্য হাতির তান্ডবে অতিষ্ট তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুরের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। বন্যহাতির তাণ্ডবে দিশেহারা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর অধীন বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন। প্রতিনিয়তই বন্য হাতির দল জনবসতি এলাকায় নেমে এসে ফসলহানি ঘটাচ্ছে এবং বাড়িঘর ভাঙচুর করছে। বন্যহাতির তাণ্ডবে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে চলেছে। গতকাল রাতেও বন্য হাতির দল তাণ্ডব চালিয়েছে।

তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে বিস্তীর্ণ এলাকা বণ্য দাঁতাল হাতির বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই দাঁতাল হাতির আক্রমণের ঘটনা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীন বিভিন্ন এলাকায় নতুন কোন ঘটনা নয়। এইসব এলাকা গুলিতে বসবাসকারী জনগণ রীতিমতো অসহায় হয়ে পড়েছেন।

আফগান পরিস্থিতি নিয়ে নাম না করেই পাকিস্তানকে তোপ ভারতের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, গোটা অঞ্চলেই শান্তিব্যাহত করছে। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত। এর জন্য নাম না করে পাকিস্তানকে তোপ ভারতের।

মে মাসে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা ধীরে ধীরে সরতেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তালিবান সমসা। ফের একবার শক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করে তালিবান জঙ্গিরা। ইতিমধ্যেই দেশের প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ দখল করে নিয়েছে তালিবান। চেষ্টা চালাচ্ছে কাবুল, কান্দাহার ও হেরাটের মতো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি দখল করার। পাল্টা লড়াই চালাচ্ছে আফগান সেনাও। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবারই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সাধারণ সভায় আফগানিস্তানের উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় ভারতের পৌরহিত্যে। নিরাপত্তা পরিষদের সাধারণ সভায় ভারতের তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করতে হবে। আফগানিস্তানে শান্তি চাইলে সন্ত্রাসের পরিকাঠামো ধ্বংস করতে হবে। আফগান পরিস্থিতি নিয়ে নাম না করে পাকিস্তানকেই আক্রমণ করে ভারতের তরফে বলা হয়, যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকেই বরদাস্ত করা চলবে না। একইসঙ্গে আফগান সীমান্ত ব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদীরা যাতে অন্য কোনও দেশকে আক্রমণ বা হুমকি না দেয়, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। যারা অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মদত জোগাচ্ছে, তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টিএস তিরুমূর্তি বলেন, “প্রতিবেশী হিসেবে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে ভারত যথেষ্টই উদ্বিগ্ন। কারণ সে দেশে পরিস্থিতির উন্নতির কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের সময় যে কালো অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ফের যেন তৈরি না হয়। আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও যাতে সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রবাদী পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।”

তিরুমূর্তি আরও বলেন, “আমরা বরাবরই আফগান শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত শান্তি প্রক্রিয়াকেই সমর্থন করছি। বিগত দুই দশকে আফগানিস্তানে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা যেন কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।”

সংঘর্ষে আহত সিপিএম নেতাকে দেখতে গেলেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। শুক্রবার ধলাই জেলার কমলপুরে আক্রমণের শিকার হন প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রঞ্জিত ঘোষ। তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় কমলপুর বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে প্রথমে ভোলা জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখান থেকে তাকে আগরতলায় স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। একজন প্রবীণ নেতাকে এভাবে মারধর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীর বিতর্কিত টুইট সরাল টুইটার

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): বিতর্কের মুখে কংগ্রেস সাংসদরাহুল গান্ধীর টুইট সরিয়ে দিল টুইটার। নয় বছরের ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে ছবি পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের মুখে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। আইনি ঝামেলায় জড়িয়েছে টুইটারও। তবে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের নোটিস পেতেই সেই বিতর্কিত ছবি সরাল টুইটার।

গত রবিবার দিল্লির ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এক দলিত নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ ওঠে শ্মশানের প্রধান পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। গত বছর উত্তরপ্রদেশে ঘটে যাওয়া হাথরস-কাণ্ডের স্মৃতি উস্কে পরিবারকে না জানিয়ে নির্যাতিতার দেহ দাহ করা হয় বলেও অভিযোগ পরিবারের। বুধবার ওই নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন রাহুল। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার একটি ছবি টুইটারে পোস্ট করে রাহুল লেখেন, ‘এঁদের চোখের জল একটাই কথা বলতে চাইছে তাঁদের মেয়ে, এই দেশের মেয়েটির সুবিচার প্রাপ্য। এই লড়াইয়ে আমি তাঁদের সঙ্গেই আছি।’

কংগ্রেস সাংসদের এই টুইট ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক। ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবারের পরিচয় প্রকাশ্যে এনে জুভেনাইল জাস্টিস আইনের ৭৪ এবং পকসো আইনের ২৩ নম্বর ধারা ভঙ্গ করেছেন রাহুল, এই মর্মে টুইটারকে চিঠি দিয়েছিল শিশু অধিকাররক্ষা কমিশন বা ‘ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস’ (এনসিপিসিআর)। রাহুলের টুইটার অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার রিপোর্টও তিন দিনের মধ্যে চেয়ে পাঠিয়েছিল কমিশন। বিষয়টি নিয়ে জটিলতা বাড়তে থাকায় তড়িঘড়ি মাইক্রোব্লগিং সাইট থেকে সরিয়ে নেওয়া হল ওই বিতর্কিত ছবি।

এমনিতেই কেন্দ্রের তথ্য প্রযুক্তি আইন অমান্য করে আইনী সুরক্ষা হারিয়েছে টুইটার।

বিশালগড়ে গবাদী পশু তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। বিশালগড়ের এলাকায় রাউৎখলা এলাকায় গৃহস্থদের বাড়ি ঘর থেকে গরু তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অবশেষে এলাকাবাসীর তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায় দেবীপুর গোশালা আশ্রম থেকে আসা ওই মহিলা। বিশালগড়ের রাউথখোলা এলাকার বাসিন্দারা চাষাবাদের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়িঘর এই গরু-বাছুর রয়েছে। আচমকা গাড়ি নিয়ে গ্রামে ঢুকে দেবীপুর গোশালা আশ্রমের এক মহিলা গৃহস্থের বাড়ি ঘর থেকে গরু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাতে এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এলাকার মহিলারা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এনিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন বিশালগড় থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এলাকাবাসীর তাড়া খেয়ে গাড়ি দিয়ে ওই মহিলা এলাকা থেকে পালিয়ে যান।জানা গেছে দেবীপুর গোশালা আশ্রম থেকে গরু হারানো গেছে। সেই গরু খুঁজতে গিয়ে লঙ্কা কাণ্ড ঘটিয়েছে গোশালা আশ্রমের এক মহিলা। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য পুলিশ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নাবার্ডের উদ্যোগে আঠারোভোলায় ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে উদ্‌যাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ আগস্ট।। গোমতী জেলার উদয়পুরের আঠারোভোলা জলেমা বসন্তহায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে নাবার্ড এর উদ্যোগে নেশনাল হ্যান্ডলুম ডে পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মহিলা তাঁত শিল্পীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। অনুষ্ঠানে তাঁত শিল্পীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

শনিবার ৭ ই আগস্ট ন্যাশনাল হান্ডলুম ডে। সারা দেশের পাশাপাশি পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরাতেও দিনটি পালিত হয়। হস্ত তাঁতশিল্পে রাজ্যের বহু পুরনো ইতিহাস থাকলেও, কালের বিবর্তনে এবং আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারাতে বসেছে এই শিল্প। বাজারে স্বল্প মূল্যে রেডিমেড পোশাকের আমদানি এবং ক্রেতাদের বিদেশি পোশাকের দিকে ঝোঁক।এর ফলেই মূলত হারিয়ে যাচ্ছে এই শিল্প। তবে উপজাতি একটা অংশের মানুষ বংশপরম্পরায় এখনো এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের নিজ হাতে তৈরি পাছড়া, রিসা সহ বিভিন্ন পোশাক দেশের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানির ব্যবস্থা করেছে সরকার।

শনিবার উদয়পুর মহকুমার আঠারোভোলা জলেমা বসন্ত হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে নাবার্ড এর উদ্যোগে পালিত হয় ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে। এদিন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।